মক্কায় শীর্ষ আলেমদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

সারে-জমিন

খোলা আকাশের নীচে আইসিডিএস, বিক্ষোভ

রূপসী বাংলা

কেন্দ্রীয় সরকার বলছে, দারিদ্র্য কমছে, আসলে কি তা-ই

সম্পাদকীয়

রোজার তাৎপর্য, ইতিহাস ও উদ্দেশ্য

দাওয়াত

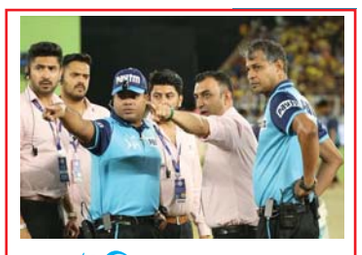

আইপিএলে আসছে 'স্মার্ট রিপ্লে' পদ্ধতি

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
২১ মার্চ, ২০২৪
৭ চৈত্র ১৪৩০
১০ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 79 ■ Daily APONZONE ■ 21 March 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে মুসলিম হার ৪৬.৩ শতাংশ

আব্বাস সিদ্দিকী জোটের প্রার্থী হলে কপালে ভাঁজ পড়তে পারে হাজী নুরুলের

জাইদুল হক

আপনজন: ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোনও রাজনৈতিক দল ৪২ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেনি। তবুও রাজনৈতিক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। বিশেষ করে নির্দিষ্ট কিছু আসনে যেখানে নজরকাড়া প্রার্থীরা রয়েছেন। এই সব আসনের মধ্যে আপাতত রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্র। বর্তমানে সন্দেশখালি কাণ্ডকে ঘিরে চর্চিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে বসিরহাট কেন্দ্র। বিরোধী দলগুলি সন্দেশখালি কাণ্ড ঘিরে যেভাবে শোরগোল তুলছে তাতে রাজনৈতিক পারদ ক্রমশ চড়ছে। সেই পারদ বুধবার আরও চড়িয়ে দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বসিরহাট কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী

২০২৪

বসিরহাট

জনসভা থেকে বুধবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আহ্বান জানিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলামকে চার লক্ষেরও বেশি ভোটে জেতানোর জন্য। অভিষেকের আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তৃণমূলকে জেতানোর আহ্বান জানানোর মধ্যে নানা কারণ রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম বলা যেতে পারে, এখনও বিরোধী দল বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণা করতে পারেনি। ফলে তৃণমূল ধরেই নিচ্ছে তারা রাজনৈতিকভাবে এখন এগিয়ে তাই তাদের জেতার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। তাই রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বসিরহাট নিয়ে আলোচনার বিষয়বস্তু করে তুলছেন।

বিগত লোকসভা নির্বাচন এবং ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখলে বোঝা যাবে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রটি তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি। তাই হয়তো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জোর দিয়ে বলেছেন গত বারের থেকে মার্জিন বাড়িয়ে নিতে।

অভিষেকের এই দাবি করার মধ্যে যৌক্তিকতা থাকলেও বিষয়টি ততটা সহজ নাও হতে পারে। গত লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী ছিলেন অভিনেত্রী নুসরত জাহান। কিন্তু সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর তার জীবনচরিত নিয়ে বসিরহাটের মানুষজন নানা সমালোচনা শুরু করেন। তাই এইবারের লোকসভা নির্বাচনে তাকে তৃণমূল প্রার্থী করবে না প্রায় নিশ্চিত ছিল। বাস্তবে সেটাই হল। কিন্তু বসিরহাটে প্রার্থী করা নিয়ে দোদুল্যমান ছিল তৃণমূল। তার মূলে তৃণমূলের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। এই গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের জেরে প্রচুর ভোগান্তি পোহাতে হয়েছিল ২০১৪ সালের বসিরহাটের সাংসদ প্রয়াত ইদ্রিশ আলি। তখন সেই গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের জন্য আঙুল তোলা হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলামের দিকে।

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বসিরহাট আসনের সাতটি বিধানসভা ক্ষেত্রে ভোটপ্রাপ্তির হার

তৃণমূল: ৫৪.৯% বিজেপি: ৩০.৩% কংগ্রেস: ৭.৩% বাম: ৪.৮%

বিধানসভা কেন্দ্র	তৃণমূল %	বিজেপি %	সিপিআই%
বাদুড়িয়া	৪৮.২	২৮.২	১৪.৭*
হাড়োয়া	৬৪.৯	১৭.৯	৮.৩*
মিনাখাঁ (এসসি)	৬০.৬	২৬.৬	৫.৩
সন্দেশখালি (এসটি)	৫২.৯১	৩৯.২	২.৮
বসিরহাট দক্ষিণ	৪৭.২	৪০.৫	৬.২*
বসিরহাট উত্তর	৫৮.১	২০.৫	১৩.৮*
হিঙ্গলগঞ্জ (এসসি)	৫২.৬	৪০.৫	৩.৩১

*সূত্র: জাতীয় নির্বাচন কমিশন * কংগ্রেস*

২০২১ বিধানসভা ভোটের নিরিখে বসিরহাট লোকসভা আসনে ভোটপ্রাপ্তির হার

তৃণমূল: ৫৩.৭% বিজেপি: ২৮.৬% কংগ্রেস: ৪.৫% বাম: ৩.৩%

বিধানসভা ভিত্তিক	তৃণমূল %	বিজেপি %	বাম%
বাদুড়িয়া	৫১.৫৪	২৫.০২	২১.২৫*
হাড়োয়া	৫৭.৩৫	১৬.৯৪	২১.৭৪**
মিনাখাঁ (এসসি)	৫১.৭২	২৫.৪৩	২১.০১
সন্দেশখালি (এসটি)	৫৪.৬৫	৩৫.৩৬	৭**
বসিরহাট দক্ষিণ	৪৯.১৬	৩৮.৭৮	৯.৮*
বসিরহাট উত্তর	৫৭.৫৬	১৯.৯৩	২০.০৮**
হিঙ্গলগঞ্জ (এসসি)	৫৩.৭৯	৪০.৯৯	৩.০৯

*সূত্র: জাতীয় নির্বাচন কমিশন * কংগ্রেস **আইএসএফ*

বসিরহাট লোকসভা আসনের সাত বিধানসভায় জয়ী বিধায়ক (২০২১ সালের)

বিধানসভা কেন্দ্র	নাম	দল	ভোটপ্রাপ্তি %
বাদুড়িয়া	হাজি আবদুর রহিম	তৃণমূল	৫১.৫৪
হাড়োয়া	হাজী নুরুল ইসলাম	তৃণমূল	৫৭.৩৫
মিনাখাঁ (এসসি)	ঊষারানি মণ্ডল	তৃণমূল	৫১.৭২
সন্দেশখালি (এসটি)	সুকুমার মাহাতো	তৃণমূল	৫৪.৬৫
বসিরহাট দক্ষিণ	ডা. সপ্তর্ষী ব্যানার্জি	তৃণমূল	৪৯.১৬
বসিরহাট উত্তর	রফিকুল ইসলাম	তৃণমূল	৫৭.৫৬
হিঙ্গলগঞ্জ (এসসি)	দেবেশ মণ্ডল	তৃণমূল	৫৩.৭৯

সূত্র: পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন কমিশন

বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে মুসলিম ভোটারদের হার

ভোটার: ১৬৭৬৬৮৩ মোট বুথের সংখ্যা: ১৮৬১ মুসলিম: ৪৬.৩%

বিধানসভা কেন্দ্র	মুসলিম %
বাদুড়িয়া	৫৫.৯
হাড়োয়া	৬৫.৭
মিনাখাঁ (এসসি)	৫২.৪
সন্দেশখালি (এসটি)	২৪.৬
বসিরহাট দক্ষিণ	৪০.৭
বসিরহাট উত্তর	৬২.৭
হিঙ্গলগঞ্জ (এসসি)	১৮.৫

সূত্র: জনগণনা ২০১১ ও ২০১৯-এর লোকসভার ভোটার তালিকা

অনেকের মতে, গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব এড়াতেই গতবার নুসরত জাহানকে প্রার্থী করেছিল তৃণমূল। এবারে প্রশ্ন উঠছিল কাকে তৃণমূল প্রার্থী করবে। সেই দিক থেকে বসিরহাটের রাজনীতিতে পরিচিত মুখ হাজী নুরুল ইসলাম অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন। তিনি ২০০৯ সালে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের হয়ে সাংসদ হলেও পরে দল তাকে প্রার্থী করেনি। দলের সেই সিদ্ধান্ত মাথা পেতে নেওয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুড বুকে ছিলেন হাজী নুরুল। তার ফলশ্রুতিতে, হাড়োয়া বিধানসভা কেন্দ্রে হাজী নুরুলকে প্রার্থী করে তৃণমূল। এছাড়া, দীর্ঘদিন ধরে তাকে রাজ্য হজ কমিটির চেয়ারম্যান করে হাজী নুরুলকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছে তৃণমূল। সেই হাজী নুরুলের জয় নিয়ে নিশ্চিত হয়ে পড়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ গোটা তৃণমুল কংগ্রেস। প্রার্থী বিশ্লেষণে এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, বসিরহাটের জমিনে সাংসদ হওয়ার সাফল্য অর্জন করা হাজী নুরুলের জমি অনেকটাই শক্ত। সেখানে বিরোধী দলের প্রার্থীদের হাজী নুরুলকে হারানোর বিষয়টি সহজ অত সহজ হয়ে উঠবে না।

প্রথমত, বসিরহাট কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় ভরসা হল মুসলিম ভোট। ২০১১ জনগণনা ও ভোটার লিস্ট বিশ্লেষণের পর দেখা যাচ্ছে এই কেন্দ্রে মুসলিম ভোটের হার ৪৬.৩ শতাংশ। আর গত বার লোকসভা ভোটে তৃণমূল খংগ্রেসের ভোটপ্রাপ্তির হার ৫৪.৯ শতাংশ। গত লোকসভা ভোটের নিরিখে দেখা যাচ্ছে তৃণমূলের প্রধান প্রতিদ্বিন্দ্বী বিজেপি পেয়েছে ৩০.৩ শতাংশ ভোট। ফলে, তৃণমূল শুধূ মুসলিম ভোটের উপর ভর করেই বিজেপিকে টপকে যেতে পারে তা মুসলিম সমর্থন দেখেই বোঝা যায়। এমনকী, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল অনুযায়ী তৃণমূলের ভোটরে হার ৫৩.৭ শতাংশ, আর বিজেপির ভোটের হার ২৮.৬ শতাংশ। তাই বিজেপি তৃণমূলের মুসলিম ভোটের কাছাকাছিও পৌঁছতে পারেনি ধরে নেওয়া যায়। এমনকী বাম, কংগ্রেস তৃণমূলের অর্ধেক ভোটও পায়নি। তবে, এটা ঠিক, গত লোকসভা নির্বাচনে বসিরহাটে কংগ্রেস ও বাম দল সিপিআই উভয়ই প্রার্থী দিয়েছিল। াবশ্য, বিধানসভা নির্বাচনে পরিস্থিতি কিছুটা পাল্টাতে শুরু করে। বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছেছ্ সেগুলি হল: বাদুড়িয়া, হাড়োয়া, মিনাখাঁ (এসসি), সন্দেশখালি (এসটি), বসিরহাট দক্ষিণ, বসিরহাট উত্তর ও হিঙ্গলগঞ্জ (এসসি)। এর সবকটিতেই তৃণমূলের বিধায়ক। এরপরও কিন্তু হাজী নুরুলের জয়ের পথ কন্টকময় হয়ে উটতে পারে যদি বাম, কংগ্রেস ও আইএসএফ জোট হেভিওয়েট প্রার্থী দেয়। আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, বিজেপি বসিরহাটে তেমন প্রার্থী খুঁজে পাচ্ছে না। অথবা তারা নিশ্চিত হারের আশঙ্কা করেই বাম, কংগ্রেস, আইএসএফ প্রার্থীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

যদিও বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব নরেন্দ্র মোদি কিংবা অমিত শাহরা বড় আশা করছেন সন্দেশখালিল ঘটনার জেরে মানুষের ক্ষোভের প্রতিফলন ব্যালট বক্সে দেখা দেবে। সেক্ষেত্রে লাভবান হবে বিজেপি। কিন্তু তার সম্ভাবনা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কারণ, বিজেপি সন্দেশখালির ঘটনাকে প্রথম থেকে একটি সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছে। সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ সৃষ্টি করে অস্থিরতার মাধ্যমে তফশিলি প্রধান এলাকার মানুষের সমর্থন পেতে উঠেপড়ে লেগেছে বিজেপি। যদিও অস্বীকার করা যাবে না, সন্দেখালি কাণ্ডে সন্দেশখালি এলাকায় কিছু প্রভাব পড়তে পারে। কিন্তু তা কতটা সেটা অনুমান করা দরকার। আর তৃণমূলের ভোট ব্যাঙ্কে ভাঙন ধরিয়ে তাদেরকে হারানোর বিষয়টি খুব সহজ বলে মনে হচ্ছে না। যদিও সন্দেশখালিতে বিজেপির শক্তি খুব কারাপ নয়। কিন্তু সেটাকে বিচার করে সমগ্র বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে কথা ভাবলে ভুল হতে পারে। গত বিধানসভা নির্বাচনে সন্দেশখালি (এসটি) কেন্দ্রে তৃণমূল জয়ী হয়েছে। তৃণমূল প্রার্থী সুকুমার মাহাতো পেয়েছিলেন ৫৪.৬৫ শতাংশ। ভোট। এই কেন্দ্রে মুসলিমদের হার ২৪.৬ শতাংশ থাকায় তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের ভাল ভোট পেয়েছে বোঝাই যাচ্ছে। বিজেপি প্রার্থী ভাস্কর সরদার ভোট পেয়েছিলেন ৩৫.৩৬ শতাংশ। সেই ভোট সন্দেশখালি কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে যদিবা কিছুটা বাড়ে কিন্তু তাতে তৃণমূলকে ততটা বাগে ফেলতে পারবে না। গত বিধানসভা নির্বাচনে বসিরহাট কেন্দ্রের কোনও কেন্দ্রে তেমন প্রতিদ্বিন্দ্বিতার মুখে ফেলতে পারেনি। বরং, একটি দুটি কেন্দ্রে বিজেপি বাদে অন্য বিরোধী দল দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। সেদিকে তাকানোও দরকার।

তবে, বিজেপি বুঝে গেছে, বসিরহাটে হিন্দু প্রার্থী দিয়ে হিন্দু ভোটে থাবা বসানো গেলেও তৃণমূলকে হারানো সম্ভব নয়। তাই তাদের নয়া পরিকল্পনা হতে পারে মুসলিম প্রার্থী দিয়ে মুসলিম ভোটে ভাঙন ধরানো। তাই তারা তৃণমূলের কয়দায় বহরমপুরের মতো বসিরহাট কেন্দ্রে কোনও ভাল ক্রিকেটারকে দাঁড় করানো যায় কিনা ভাবছে বলে বিজেপি সূত্রে খবর। সেই পরিকল্পনা কতটা কাজে লাগবে তা নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে। বিজেপি সেক্ষেত্রে অন্য বিরোধী দলগুলিকে জায়গা ছেড়ে দেওয়ার কৌশল নিতে পারে। সেটা বুঝতে পেরেই তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব বারে বারে কংগ্রেস, বামের বিরুদ্ধে বিজেপি সখ্যতার অভিযোগ তুলছেন। এমনকী আইএসএফের বিরুদ্ধে ভোট কেটে বিজেপির রাস্তা সহজ করে তেলার অভিযোগ তোলা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বাম, কংগ্রেস, আইএসএফ তৃণমলূকে জোর চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলার চেষ্টা করছে বলে দলের ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে খবর। তাই সিপিএম চাইছে তাদের শরিক দল সিপিআইয়ে দখলে থাকা বসিরহাট আসনটি তাদের হাতে ছেড়ে সেটি জোট প্রার্থীকে ছেড়ে দেওয়া হোক। সেক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছে। ভাঙড়ের আইএসএফ সূত্রের দাবি, বসিরহাট কেন্দ্রটি আইএসএফের হাতে ছেড়ে দেওয়ার দাবি তোলা হয়েছে বাম ও কংগ্রেস জোটের কাছে। আর সেক্ষেত্রে তারা প্রার্থী করতে পারে আইএসএফের মূল প্রতিষ্টাতা পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকীকে। আইএএফের একটি মহলের দাবি, আব্বাস সিদ্দিকী বসিরহাটে প্রার্থী হলে ফুরফুরার প্রভাব থাকা বসিরহাটে হাজী নুরুলকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হতে পারে। তবে, বসিরহাটে যে আইএফের একাট প্রভাব আছে তা নিয়ে সন্দেহ নেই। গত বিধানসভা নির্বাচনে, বসিরহাট উত্তর কেন্দ্রে দ্বিতীয় স্থানে ছিল আইএসএফ। ২০১৬ সালের সিপিএম বিধায়ক তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় তাকে ২০২১ বিধানসভায় প্রার্থী করেছিল তৃণমূল। তিনি ৫৭.৫৬ শতাংশ ভোট পেলেও মরহুম পীর আল্লামা রুহুল আমিন পরিবারের সন্তান বাইজিদ আমিন ২০.০৮ শতাংশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। বিজেপি তৃতীয় হয়েছিল। আর হাড়োয়া বিধানসভা কেন্দ্রে আইএসএফ প্রার্থী কুতুবউদ্দিন ফতে ২১.৭৪ শতাংশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন। এমনকী সন্দেশখালি কেন্দ্রে আইএসএফ প্রার্থী বরুণ মাহাতো ৭ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন। অপরদিকে বাদুড়িয়ায় কংগ্রেস প্রার্থী আবদুস সাত্তার বিজেপির প্রায় ২১.২৫ শতাংশ ভোট পান। তাই আইএসএফ-এর ঘনিষ্ঠ মহল থেকে দাবি উঠেছে নওশাদকে নয়, আব্বাস সিদ্দিকীকে বসিরহাটে প্রার্থী করা হোক। কারণ, তাদের মতে নওশাদকে প্রার্থী করলে ভাঙড় থেকে পালাচ্ছেন বলে আওয়াজ তুলতে পারে তৃণমূল। তাই তারা ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রেও নওশাদকে প্রার্থী করার বিরুদ্ধে। তাদের দাবি বসিরহাট কেন্দ্রে ফুরফুরার পীর পরিবারের যথেষ্ট প্রভাব থাকায় একমাত্র আব্বাস সিদ্দিকীকে প্রার্থী করলে আইএসএফ ভাঙড়ের মতো কেল্লা ফতে করতে পারেন বসিরহাট কেন্দ্রে। তবে, একথা অস্বীকার করা যাবে না, আব্বাস সিদ্দিকীকে আইএসএফ প্রার্থী করলে আর বাম কংগ্রেস সমর্থন পেলে হাজী নুরুলের চার লাখে জেতার বদলে কপালে ভাঁজ পড়তে পারে।

হাজী নুরুলকে চার লাখ ভোটে জয়ী করার ডাক অভিষেকের

এম মেহেদী সানি ● বসিরহাট

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটে বুধবার বৃষ্টিস্নাত আবহাওয়া উপেক্ষা করেই সভা করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মাথায় করেই লোকসভা নির্বাচনের আগে বসিরহাটের বিএসএসএ ময়দানে অভিষেকের জনগর্জন সভায় তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। জল কাদায় একাকার বিএসএসএ ময়দানে উপস্থিত হওয়া দলীয় সমর্থক, কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়ে অভিষেক বলেন, 'বৃষ্টি মানে সর্বশক্তিমানের আশীর্বাদ। বৃষ্টি মানেই তৃণমূলের জয়ের সূচনা। বৃষ্টি মানেই তৃণমূলের জয়ের অপেক্ষা মাত্র।' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন নিজের লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারের তুলনা দিয়ে বসিরহাটের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলামকে চার লক্ষাধিক ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান। এ সময় উপস্থিত তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা হাত উঁচু করে অভিষেকের আহ্বানে সাড়া দেন। সভাবমঞ্চে বক্তব্য রাখার সময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনার পাশাপাশি সন্দেশখালি কান্ড নিয়েও মুখ খোলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলার আবাসের বাড়ির প্রথম কিস্তি দেবে বলেও জনগর্জন সভা থেকে ঘোষণা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার উন্নয়নের পরিসংখ্যান তুলে ধরে বাংলায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রসঙ্গ তুলে অভিষেক বলেন 'বিজেপি ক্ষমতায় এলে ৩ হাজার টাকা করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দেবে বলেছে।' বিজেপির সেই মন্তব্যের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অভিষেকের কথায়, 'দেশে ১৭টি রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আছে।

তার মধ্যে একটা রাজ্যেও যদি অন্তত ২ হাজার টাকা করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দেয় বিজেপি তাহলে আমি রাজনীতিই ছেড়ে দেব।'

উত্তরবঙ্গ থেকে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছিলেন অভিষেক। সেখানে কেন্দ্রের শ্বেতপত্র প্রকাশ করা নিয়ে চ্যালেঞ্জ দিলেও প্রায় ১৫০ ঘণ্টা হয়ে গেলেও বিজেপির কেউ না আসায় ফের কটাক্ষ করেন অভিষেক। এদিনের সভা থেকেও কর্মী, সমর্থকদের উদ্দেশেও আবাস যোজনা, একশো দিনের প্রকল্প নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করা নিয়ে আওয়াজ তোলেন। তিনি বলেন, 'আপনারা মনে করেন তো, এদের শ্বেতপত্র প্রকাশ করা উচিত কি উচিত নয়?' অভিষেকের হুংকার, 'বিজেপি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারছে না কেন? কারণ, এরা আসলে বাংলার টাকা আটকে রেখেছে।' রাজ্য-রাজনীতির শিরোনামে উঠে আসা সন্দেশখালি-কাণ্ডে এবার কেন্দ্রীয় সংস্থার ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন তুললেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যাঁদের বিরুদ্ধে সন্দেশখালিতে মূলত নারী নির্যাতনের মতো অভিযোগ উঠেছিল, সেই শিবু হাজরা, উত্তম সর্দারকে কেন সিবিআই হেফাজতে নেওয়া হচ্ছে না? উল্লেখ্য, এই দু'জনকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সন্দেশখালিতে যে অভিযোগ উঠেছে, তার ভিত্তিতে শেখ শাহজাহানকে রাজ্য পুলিশই গ্রেফতার করেছে মনে করিয়ে দেন অভিষেক। এরপরেই বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে অভিষেকের অভিযোগ, বিজেপির সাংসদ ব্রিজভূষণ সিংয়ের বিরুদ্ধে কুস্তিগীররা শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেছে, তাঁকে বড় বড় পদ দিয়ে মঞ্চ আলোকিত করে বসিয়ে রাখে।' তাঁর কথায়, বিজেপির কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরাপ্পা বিরুদ্ধে পকসো মামলায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে, বিজেপি তাঁকে দল থেকে বার করেছে না কোনও ব্যবস্থা নিয়েছে, প্রশ্ন তোলেন তিনি।

এদিনের সভায় অভিষেক বলেন, 'বিজেপির উদ্দেশ্যে নারী সুরক্ষা নয়। ওদের উদ্দেশ্য আসলে সংগঠনকে সমস্যায় ফেলা। শিবু, উত্তমকে কেন সিবিআই নিজেদের হেফাজতে চাইছে না। শাহজাহান সিবিআই-এর হাতে যাওয়ার পর কোনও রাজনৈতিক দল বা সংবাদমাধ্যম আর সন্দেশখালি যাচ্ছে না। আজ আমি বলার পর চারদিন পর হয়ত চাইবে। নাটক করবে। পাশাপাশি সিএএ-র নাম করে কাগজ চাইছে। আর আমি শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে বলছি, সেটা করছে না। এরা আবার কাগজ চেয়ে বেড়াচ্ছে। ঘর-বাড়ির জন্য বিজেপির কাছে আবেদন করবেন না। তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে থাকুন। এদের থেকে চাইবেন না। যদি আমরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিতে পারি। তাহলে আমরা বাড়িও দিতে পারি। এরা রিপোর্ট কার্ড নয়।

উমরাহ ২০২৪

আস–সফর ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস

একটি বিশ্বস্থ হজ্জ্ব ও উমরাহ প্রতিষ্ঠান

প্রোঃ তোফাইল আহমেদ

আমাদের প্যাকেজ ও পরিষেবা

Economy Category ₹ 90,000/- থেকে শুরু

উমরাহ ₹মাত্র 90,000/-

- Food: Brekfast Lunch & Dinner (বুফে খাওয়া ও সর্বক্ষণ চায়ের ব্যবস্থা)। প্রতি মাসে উমরাহ পাঠানোর ব্যবস্থা আছে।
- Ziyarat: মক্কা–মদিনার যিয়ারত ও সকল যাতায়াত ব্যবস্থা।
- Guide: সর্বক্ষণ নিজে গাইড করা ও নতুনদের উমরাহ করানো।

Contacts Us
7407225774
6297039254
9647034102

শীঘ্রই বুকিং করুন

ঠিকানাঃ সম্রাট মার্কেট ■ লালগোলা ■ মুর্শিদাবাদ

প্রথম নজর

৫৪ বছরে বসন্তে শহরে তাপমাত্রার রেকর্ড পতন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: বসন্তকালে গত ৫৪ বছরে আবহাওয়া এইরকম ভেলকি কখনো দেখায় নি ।আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তথ্য অনুযায়ী বুধবার কলকাতায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বসন্তকালে যেভাবে নিম্নমুখী হয়েছে তা স্বাভাবিকের থেকে কম। বিগত ৫৪ বছরে সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে বুধবার। এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে বৃহস্পতিবার ও আকাশ মেঘলা থাকবে এবং বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গে আগামী শনিবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত ও ঝড়ো হাওয়া বইবে। কিন্তু আগামী সপ্তাহের সোমবার থেকে আবহাওয়া গোটা বঙ্গে বদলে যাবে। এক লাফে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কোথাও কোথাও ৩৫ ডিগ্রির ঘরে পৌঁছে যেতে পারে। দক্ষিণবঙ্গে বৃহস্পতিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কুড়ি ডিগ্রির মধ্যেই থাকবে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নিম্নমুখী থাকবে। তবে দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা শুক্রবারের পর থেকে ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করবে। একদিকে নিম্নচাপ অপরদিকে মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করার দরুন বসন্তকালে সান্দাকফুতে অকাল তুষারপাত আর বঙ্গের তাপমাত্রা র পারদের উল্লেখযোগ্য পতন ঘটেছে মার্চ মাসে। যা কিনা আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরে গত ১৯৭০ সাল থেকে সবচেয়ে মার্চ মাসে কম তাপমাত্রা বলে রেকর্ড হয়ে রইল। কিন্তু এই দুর্যোগ কেটে গেলেই আগামী সপ্তাহ থেকে তাপমাত্রার পারদ চড়তে শুরু করবে। গরমে হাঁসফাঁস করতে হবে বঙ্গবাসীকে। এপ্রিল ও মে মাসে বঙ্গে তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী থাকবে এমনটাই মনে করছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। নির্বাচনের প্রচারের পাশাপাশি বঙ্গে তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী হয়ে রান হাকাবে ময়দানে।

নন্দীগ্রাম-১ ব্লকের দাউদপুর অঞ্চলের আকন্দবাড়ী বাজারে জনসংযোগ করলেন তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট প্রার্থী সায়ন ব্যানার্জি। ছবি: সেক আনোয়ার

খোলা আকাশের নীচে আইসিডিএস কেন্দ্র চলায় বিক্ষোভ

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: ঘর থাকলেও সেই ঘর ব্যবহারের উপযোগী নয়, এমন অবস্থায় বৃষ্টির মধ্যে খোলা আকাশের নিচেই চলছে আইসিডিএস সেন্টারের মিড ডে মিলের রান্না ও বাচ্চাদের বসিয়ে পড়াশোনা এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে বিক্ষোভ দেখলেন অভিভাবকরা। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গী ব্লকের খয়রামারি অঞ্চলের হালদার পাড়া বিলেরধার ৩১৯ নং আইসিডিএস সেন্টারে।

অভিভাবকদের অভিযোগ সেন্টারের ঘর থাকার পরেও কেনো খোলা আকাশের নিচে মিড ডে মিলের রান্না হচ্ছে।সেই অভিযোগে সেন্টার ঘিরে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা।যদিও ঘটনায় সেন্টারের দিদিমণি অনিতা হালদার বলেন গত ১১ বছর ধরে এই ভাবেই খোলা আকাশের নিচে সেন্টার চালাচ্ছি যদিও একাধিকবার জলঙ্গী বিডিও অফিসে জানানো হলেও কোনো সুরাহা হয়নি।যে বিল্ডিং সরকার তৈরি করেছে সেখানে রাস্তার সমস্যার জন্য সেই সেন্টারের যাওয়া যায়না সেই কারণে বিল্ডিংয়ে পড়াশোনা করানো হয় না।

ঘটনায় এক বাচ্চার মা বলেন এই ভাবে খোলা আকাশের নিচে রান্না করলে সেই খাবার কতটা ভালো ও পরিষ্কার হবে এবং এই বৃষ্টির মধ্যে যেভাবে ফাঁকা জায়গায় রান্না হচ্ছে সেই খাবার খেয়ে বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে বলেও জানান। স্থানীয় এক ব্যক্তি বলেন, বাচ্চাদের স্কুল ঘর রয়েছে কিন্তু সেখানে ছাগল পালন করা হচ্ছে আর বাচ্চাদের খোলা আকাশের নিচে বসে চলছে স্কুল ও মিড ডে মিলের রান্না ঘটনায় সরকারি ভাবে সমস্যার সমাধান করার আবেদন করেন।তিনি আরও বলেন পাশেই বিল রয়েছে সেই বিলের জলে যেকোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে,খোলা এরিয়ায় কেও ভুল করে যদি বিলের ধারে চলে যায়। ঘটনার দ্রুত সমাধানের আবেদন জানান এলকাবাসীরা।

বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই প্রচার তৃণমূল প্রার্থীর

আসিফা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই মগরাহাট পূর্বে বুধবার প্রথম প্রচার সারলেন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী প্রতিমা মন্ডল। গত দুবারের জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন আর এ বছর তার ওপরেই ভরসা রেখে তৃতীয়বারের জন্য জয়নগর লোকসভা কেন্দ্র থেকে তাকেই প্রার্থী করে তৃণমূল কংগ্রেস। মগরাহাট পূর্ব বিধানসভার চাকদা থেকে নৈনান পর্যন্ত জনসংযোগ করেন প্রার্থী প্রতিমা মন্ডল। স্থানীয় একটি রাধা কৃষ্ণের মন্দিরে পূজা দিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন তিনি। সিপিএম বা আইএসএফ এখনো পর্যন্ত জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণা না করলেও বিজেপি ইতিমধ্যেই প্রার্থী ঘোষণা করেছে তবে সেই বিষয় নিয়ে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী প্রতিমা মন্ডল। এবং জয়ের ব্যাপারে ১০০ শতাংশ আশাবাদী তিনি। এদিনের এই জনসংযোগ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিল মগরাহাট পূর্বের বিধায়িকা নমিতা সাহা সহ মগরাহাটের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। জনসংযোগের পাশাপাশি এদিন তিনি দলীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে ও কর্মীদের নিয়ে একটি কর্মী সভাও করেন।

শিবিরের খরচ চাইতেই কংগ্রেস নেতাকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: শিবিরে থাকার খরচ চাইতে গিয়ে কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি কে মারধর করার অভিযোগ তৃনমূলের প্রধানের বিরুদ্ধে।অভিযোগ উঠেছে হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃনমূলের প্রধান লাভলি খাতুন ও তার স্বামী রবিউল ইসলাম সহ তার দলবলের বিরুদ্ধে।যদিও প্রধানের স্বামী রবিউলের উল্টো দাবি,অঞ্চল সভাপতি ওসিউর রহমান ওরফে মুন্নার কাছে ধারের ১ লক্ষ টাকা পাচ্ছে।সেই টাকা চাইতে গিয়ে গন্ডগোল বাধে।তবে তাকে মারধর করা হয়নি। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ চন্ডিপুর বাজারে।আহত মুন্নাকে রাতে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থা দেখে ডাক্তারবাবুরা চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তর করে দেন। দু'পক্ষই রাতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে।২১ আসন বিশিষ্ট রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃনমূল পায় ৯ টি, বাম কংগ্রেস জোট ১১ টি ও নির্দল ১ টি আসন পায়।লাভলি খাতুন কংগ্রেস থেকে জয়ী হয়।বাম কংগ্রেস জোটের জয়ী প্রার্থীরা এলাকার বাইরে একমাস শিবির করে থাকে। প্রধান লাভলি খাতুন ও তার স্বামী রবিউল ইসলামও সেই শিবিরে ছিল।পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনের কয়েকঘন্টা আগে লাভলি খাতুন ও তার স্বামী ব্ল্যাকমেল করে জোটের কাছ থেকে ৭০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয়। এরপর সে পাল্টি খেয়ে তৃনমূলের প্রধান হয়ে যায়। শিবিরের থাকা,খাওয়া সহ মোট দুই লক্ষ টাকা খরচ দাবি করে জোটের প্রার্থীরা। টাকা দিতে না চাইতে পরিকল্পনামাফিক কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি কে মারধর করে তৃণমূল বলে অভিযোগ।আহত ওসিউর রহমান বলেন,' আমি একজন ঔষধের ব্যবসায়ী।এদিন সন্ধ্যায় চন্ডিপুর বাজারে বকেয়া আদায় করতে যায়।এরপর হটাৎ করে প্রধান লাভলি খাতুন ও তার স্বামী সহ তার দলবলেরা আমাকে ঘিরে ধরে।মাটিতে ফেলে লোহার রড ও লাঠি দিয়ে বেধরক ভাবে মারধর করে।প্রাণে মারার উদ্দেশ্যে গোলায় গামছা পেচিয়ে শ্বাসরোধ করে আমাকে মারার চেষ্টা করে।এরপর স্থানীয়রা ছুটে আসলে তারা এলাকা ছেড়ে চলে যায়।আমার কালেকশনের ৬০ হাজার টাকা ও বাইক কেড়ে নেয়।পুলিশ বাইকটি উদ্ধার করে দিলেও টাকার কোনো খোঁজ পাচ্ছি না।'প্রসঙ্গত ওই তৃনমূল প্রধান জন্মসূত্রে বাংলাদেশী।জাল অবিসি শংসাপত্র তৈরি করে প্রধান পদে আসীন হয়েছে বলে অভিযোগ।এই নিয়ে কলকাতায় হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছে বাম কংগ্রেস জোট।লাভলি খাতুনের প্রধান পদ খারিজ হয়ে যেতে পারে বলে ধরনের এই আক্রমণ চালায় বলে অভিযোগ জোটের।হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ জানান,ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পুলিশ ছুটে যায়।দুই পক্ষই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। বিষয়টি তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

চোলাই মদ সহ সুতিতে গ্রেপ্তার

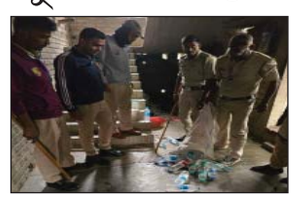

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: আবগারি দপ্তর এবং সুতি থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে ৬০ লিটার চোলাই মদসহ গ্রেপ্তার দুই। মঙ্গলবার রাতে সুতি থানার সরলা কিশোরপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাদের। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম মিলন মাঝি এবং সত্যবান সরকার। তাদের বাড়ি সরলা কিশোরপুর এবং বসন্তপুর। বুধবার চোলাই মদ কাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়া ওই দুই ব্যক্তিকে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে পাঠায় পুলিশ। চোলাই মদ কারবারের সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে সুতি থানার পুলিশ। সুতি থানা পুলিশের প্রশংসা করেছেন সাধারণ মানুষ।

'সিএএ' নিয়ে তথাগত রায়ের মন্তব্য, অভিযোগ দায়ের মমতা ঠাকুরের

এম মেহেদী সানি ● গাইঘাটা

আপনজন: তথাগত রায়ের বিরুদ্ধে গাইঘাটা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন তৃণমূল সাংসদ মমতা ঠাকুর । নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কার্যকর করা হয়েছে দেশজুড়ে । উদ্বাস্তু ও মতুয়া সম্প্রদায়ের একাংশের দাবি মেনেই এই আইন করা হয়েছে বলে দাবি বিজেপির । অন্যদিকে মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতি কুরুচিকর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বিজেপি নেতা তথাগত রায়ের বিরুদ্ধে গাইঘাটা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতা ঠাকুর । মঙ্গলবার মতুয়া মহাসঙ্ঘের সঙ্ঘাধিপতি হিসাবে এই অভিযোগ দায়ের করেছেন । রবিবার এক্স হ্যান্ডলে (পূর্বতন টুইটারে) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ট্যাগ করে তথাগত দাবি তুলেছিলেন, নাগরিকত্ব দেওয়ার আগে পুরুষদের যৌনাঙ্গ পরীক্ষা করা হোক। যা নিয়ে সরব হয়েছেন তৃণমূল সাংসদ মমতা ঠাকুর । অভিযোগ কপিতে তিনি লিখেছেন, "নাগরিকত্ব দেওয়ার আগে পুরুষদের যৌনাঙ্গ পরীক্ষার দাবি তুলেছিলেন বিজেপি নেতা তথাগত রায় । তাঁর এহেন মন্তব্য মতুয়া ধর্মাবলম্বীদের জন্য অপমানজনক । গত রবিবার ১৭ মার্চ সকাল ৯টা ১৯ মিনিট নাগাদ এই টুইটটি করেন তথাগত । সেই টুইটে তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে এই আবেদন জানিয়েছিলেন বলে দাবি করেছেন মমতা ঠাকুর । লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার আগে ১১ মার্চ নাগরিক সংশোধনী আইনের রুলসের বিজ্ঞপ্তি জারি করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক । উদ্বাস্তু ও মতুয়া সম্প্রদায়ের একাংশের মানুষের দাবি মেনেই এই নতুন নাগরিকত্ব আইন করা হয়েছে বলে দাবি করে বিজেপি । পাল্টা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ রাজ্যে সিএএ চালু করতে দেবে না বলেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন । সেই আইন কার্যকর করা নিয়েই বিতর্কিত টুইট করেন তথাগত । সেই মন্তব্যের জেরেই তাঁর বিরুদ্ধে গাইঘাটা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হল ।

আজ বহরমপুরে ইউসুফ পাঠান, উদ্দীপনা তৃণমূলের মধ্যে

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: কংগ্রেসের পাঁচবারের সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরীর বিপরীতে তৃণমূলের প্রার্থী ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান। গত ১০ই মার্চ তৃণমূল ব্রিগেডের জনগর্জন সভা থেকে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে, বহরমপুর থেকে ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান কে প্রার্থী করে তৃণমূল। একসময় অধীর-গড় নামে পরিচিত মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে ২০২৪ এর নির্বাচনে অধীর চৌধুরীর বিপরীতে তৃণমূলের প্রার্থী ইউসুফ পাঠান। ২২ গজের ক্রিকেট ময়দান ছেড়ে রাজনীতির ময়দানে প্রবেশ করেছেন ইউসুফ। প্রার্থী হিসেবে নাম প্রকাশ হওয়ার পরেই সামাজিক মাধ্যমে দলের শীর্ষ নেতৃত্বদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন তিনি। বুধবার সন্ধ্যায় কলকাতা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান ইউসুফ পাঠান। আজ বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদ জেলায় পা রাখবেন তিনি। বহরমপুর টেক্সটাইল মোড়ের দলীয় কার্যালয়ে জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনার পর বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে আজ থেকেই শুরু করবেন প্রচার। তার আগে বহরমপুরে দেওয়াল লিখনে ব্যস্ত তৃণমূল কর্মীরা।
ইউসুফ পাঠান তৃণমূলের প্রার্থী হওয়ায় জোর চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন বহরমপুর থেকে নির্বাচিত কংগ্রেসের পাঁচবারের সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী।

জাল লটারি কাণ্ডে ধৃত ৫, রামপুরহাট এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: ব্যাঙের ছাতার মতো জেলা ব্যাপী গজিয়ে উঠেছে লটারি ব্যবসা।অনেকেই লটারির টিকিট কেটে কেটে সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছে। আবার কারো কপাল যাচ্ছে বদলে।এই মুহূর্তে বাজারে কোনটা রাজস্ব কৃত টিকিট না অবৈধ বা জাল টিকিট বোঝা বড় মুশকিল। তবে মাঝেমধ্যে পুলিশের হানায় জাল লটারির টিকিট ছাপানোর যন্ত্রপাতি, টিকিট সহ টিকিট বিক্রেতাকে আটক করা হয়েছে। সেরূপ জাল লটারির টিকিট কান্ডের জেরে মঙ্গলবার পাঁচ জনকে আটক করে পুলিশ।ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূম জেলার রামপুরহাট থানার বাসস্ট্যান্ডের কাছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রামপুরহাট থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকার একটি বাড়ি থেকে পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করে। তাদের কাছ থেকে কালার জেরক্স ,কাটার মেশিন, প্রিন্টার সহ -র -মেটেরিয়াল উদ্ধার করা হয়। জানা যায় উক্ত বাড়ির মধ্যে লটারির টিকিট তৈরির সরঞ্জাম বসিয়ে তারা জাল লটারির টিকিট প্রিন্ট করে মুরারই ,নলহাটি, পাইকর রামপুরহাট সহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করত। ধৃতদের মধ্যে ইসরাফুল আনসারী (২৯), এমডি আশরাফ ওরফে পাপ্পু (৪০),হেমালউদ্দিন আনসারী (৩৫), শচীন আনসারী(২১) এদের সকলেরই বাড়ি ঝাড়খন্ড রাজ্যে এবং জিৎ মন্ডল(২০) এর বাড়ি রামপুরহাট শহরের চাল ধোয়ানি পাড়ার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে। রামপুরহাট থানার পুলিশ বুধবার ধৃতদের ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতে চেয়ে রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলেন।জাল লটারি কান্ড ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যাক্তিদের সন্ধানে রামপুরহাট থানার পুলিশ ইতিমধ্যে তদন্তে নেমেছেন বলে জানা যায়।

অবৈধ নির্মাণ বন্ধ করতে পদক্ষেপ নিচ্ছে হাওড়া পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: গার্ডেনরিচে নির্মীয়মাণ বাড়ি ভেঙে দুর্ঘটনার পরে এবার নড়েচড়ে বসলো হাওড়া পুরসভা। অবৈধ নির্মাণ বন্ধ করতে একাধিক পদক্ষেপ নিচ্ছে তারা। শহরের অবৈধ বাড়ির তালিকা দু-সপ্তাহের মধ্যে তৈরি করা হচ্ছে। পুলিশ ও পুরসভার আধিকারিকদের নিয়ে তৈরি হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। সমস্ত নির্মীয়মাণ বাড়ির সামনে তার পুরসভার অনুমোদিত নকশা টাঙিয়ে রাখতে হবে। অবৈধ নির্মাণ বন্ধের নোটিশ সংশ্লিষ্ট বাড়ির সামনে লাগিয়ে দেওয়া হবে। পুরো বিষয়টি দেখভালের জন্য প্রতি বরোতে ওয়ার্ডভিত্তিক নজরদারি দল তৈরি করা হচ্ছে। তাঁরা এলাকায় ঘুরে ঘুরে রিপোর্ট তৈরি করে বরোতে জমা দেবেন। সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নেবে হাওড়া পুরসভা। বুধবার বিকেলে এক সাংবাদিক বৈঠকে হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডা: সুজয় চক্রবর্তী বলেন, গত তিন মাসে হাওড়া শহরে ২৫টি অবৈধ নির্মাণ ভাঙা হয়েছে। গত প্রায় ৩০ বছর ধরে হাওড়া শহরে অবৈধ নির্মাণ তৈরি একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। আমরা গত ১০ বছর ধরে এই অভ্যাস বন্ধের আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছি। এটা খুবই কঠিন কাজ। এই অভ্যাসের বদল করবই।

শতাব্দীতে মমতার মতো নেত্রী মেলে শুধু একবার: সুজাতা মণ্ডল

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বুধবার সকালে আবহাওয়ার প্রতিকূলতাকে জয় করে বাংলার অধিকার যাত্রার কর্মসূচিতে নামেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের বিষ্ণুপুরের প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল। যাত্রার সূচনাতে তিনি বাঁকাদহর একটি কর্মিসভায় উপস্থিত থেকে বিজেপির জমিদারি প্রথা ও বিষ্ণুপুরের সাংসদের ব্যর্থতার কথা তুলে ধরেন। এই কর্মিসভায় উল্লেখযোগ্যভাবে উপস্থিত ছিল নবীনের পাশাপাশি প্রবীণ জেলা নেতৃত্ব।
বিষ্ণুপুরের প্রার্থী তার বক্তব্যে বলেন "জেলায় যখন মা-বোনদের কাছে ভোট চাইতে যাচ্ছি তখন তাদের মুখে একটাই কথা তুমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী তো তাহলে নিশ্চিন্তে থাকো ভোটটা তোমাদের পক্ষেই যাবে। আজকে আমাদের নেত্রী মহিলাদের স্বনির্ভরতার জন্য ৫০০ টাকাকে বাড়িয়ে ১,০০০ টাকা এবং ১,০০০ টাকাকে বাড়িয়ে ১,২০০ দেওয়া হচ্ছে। এটা দিয়ে আজকে মেয়েদের মা লক্ষ্মীর সম্মান দিচ্ছে। আর এরকম নেত্রী যুগে নয় শতাব্দীতে আসে।"
তার বক্তব্যে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর উদৃত বক্তব্য গুলো ঝরে পরে সিএএ-র প্রসঙ্গ তুলে সুজাতা মণ্ডল বলেন যে, "যে ভাবে সিএএ নিয়ে বিজেপি নেতারা ভুয়ো বক্তব্য দিচ্ছেন তাই সবাই সংঘবদ্ধ হয়ে শপথ নিন এবং লোকেদের জানান, নো ভোট টু বিজেপ, নো ভোট ফর বিজিপ ক্যানডিডেট। শুধুমাত্র ভোট ফর মমতা। এদিনের প্রচারে তাঁকে অনেকটাই আত্মবিশ্বাসী দেখায় এবং সকলের সাথে সহজে মিশে যেতে দেখা যায়।

আরাবুলের মুক্তি চেয়ে কোর্ট চত্বরে ধুলোয় গড়াগড়ি পঞ্চায়েত সদস্যর

বাবলু প্রামানিক ● বারুইপুর

আপনজন: লোকসভা নির্বাচনের নিঘন্ট প্রকাশ হয়ে গিয়েছে।শাসক থেকে বিরোধী প্রায় সব পক্ষের প্রার্থীরা জোরদার প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাঙড় বিধানসভা। আর সেই ভাঙড়ের ভোট মেশিনারি আরাবুল ইসলাম। তিনি এবার ভোটের ময়দানে নেই। তিনি বর্তমানে বারুইপুর জেলে কারাবন্দী। তার মুক্তির দাবিতে কোর্ট চত্বরে ধুলোয় গড়াগড়ি খেয়ে মানত পঞ্চায়েত সদস্যর। স্যোসাল মিডিয়াতে আরাবুলের মুক্তির দাবিতে সরব হয়েছেন তৃণমূল কর্মীরা।
গত বিধানসভা নির্বাচনে এই ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী হন আইএসএফ। সুতরাং একদা তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি ভাঙড় পুনরুদ্ধার করতে মরিয়া তৃণমূল নেতৃত্ব। কিন্তু লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে আইএসএফ কর্মী খুনের ঘটনায় ৮ই ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার হন ভাঙড় ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা প্রাপ্তন বিধায়ক আরাবুল ইসলাম। জামিন পাওয়া তো দুরস্ত তাঁকে একের পর এক কেসে ট্যাগ করে কখনো পুলিশ হেফাজত তো আবার কখনো জেল হেফাজতে রাখা হচ্ছে। এই আবহে ভোট ময়দানে নেই ভাঙড়ের তাজা নেতা তথা ভাঙড়ের ভোট মেশিনারি আরাবুল ইসলাম। তার অনুগামী থেকে সাধারণ কর্মী সমর্থকেরা কার্যত মুষড়ে পড়েছেন। এবার একেবারে বারুইপুর কোর্ট চত্বরে আরাবুল ইসলামের মুক্তির দাবিতে ভাঙড়ের বামনঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য দীলিপ পাত্র ধুলোয় গড়াগড়ি খেয়ে বিক্ষোভ দেখান। তার দাবি, "দাদা কে মিথ্যা কেসে ফাঁসানো হয়েছে।দাদার মুক্তির জন্য ঠাকুরের কাছে মানত করেছি।কোর্ট চত্বরে ধুলোয় গড়াগড়ি খেয়েছি।" যদিও এ বিষয়ে ভাঙড়ের পর্যবেক্ষক সওকাত মোল্লা বলেন, "এটা বিচারাধীন বিষয়ে মন্তব্য করা ঠিক হবে না।"

প্রথম নজর

ফিলিস্তিন ইস্যুতে কানাডার পার্লামেন্টে যুগান্তকারী প্রস্তাব পাস

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যে ন্যায় ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিতে হবে। স্থানীয় সময় সোমবার (১৮ মার্চ) কানাডার পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ হাউস অব কমন্সের সংখ্যাগরিষ্ঠের আইনপ্রণেতারা এমন একটি প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। প্রস্তাবটির পক্ষে ২০৪ ভোট এবং বিপক্ষে ১১৭ ভোট পড়ে। এতে বোঝা যায়, গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধের বিষয়ে অটোয়া সরকারের মধ্যে গভীর বিভাজন এখনও রয়ে গেছে।

হাউস অফ কমন্সে বিরোধীদল নিউ ডেমোক্রেটিক পার্টির (এনডিপি) উত্থাপিত এই প্রস্তাবটিতে মূলত কানাডাকে 'ফিলিস্তিন রাষ্ট্র' স্বীকৃতি দেয়ার আহ্বান জানানো হয়। তবে যখন এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এমন স্বীকৃতি আদায় সম্ভব হবে না তখন এনডিপি প্রস্তাবটির সংশোধনীতে সম্মত হয় যা দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানকে সমর্থন জানায়। এটি আবার কানাডার সরকারী অবস্থান।

এদিকে, এই প্রস্তাবে ইসরায়েলের কাছে অস্ত্র বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা, অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি এবং পশ্চিম তীরে বসতি স্থাপনকারীদের উপর নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্তসহ অন্যান্য বিধান রয়েছে।

এই বিতর্ক সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে। তবে মুসলমানদের সংগঠন ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ কানাডিয়ান মুসলিম (এনসিসিএম) এই ফলাফলে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। এবং সামাজিক মাধ্যম এক্সে দেয়া বার্তায় সংস্থাটি জানায় ফিলিস্তিন ইস্যুতে কানাডার পার্লামেন্টে এমন প্রস্তাব পাস অটোয়ার একটি ঐতিহাসিক পরিবর্তন।

গাজায় ত্রাণবাহী ট্রাকে ইসরায়েলি হামলা, নিহত ২৪

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় জরুরি ত্রাণবাহী ট্রাকে ইসরায়েলের বর্বরোচিত হামলায় অন্তত ২৪ জন নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরো বহু মানুষ।

বুধবার (২০ মার্চ) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা।

প্রতিবেদনে জানানো হয়, ইসরায়েলি হামলায় ত্রাণবাহী বেশ কয়েকটি ট্রাক ধ্বংস হয়ে গেছে। এছাড়া সেখানে জড়ো হওয়া ২৪ জন প্রাণ হারান। সেখানকার বেশ কিছু স্থাপনাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর আগেও ত্রাণ সহায়তার জন্য অপেক্ষমান ফিলিস্তিনিদের ওপর গুলি চালিয়েছে ইসরায়েলি সৈন্যরা। গাজার উত্তরাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এর মধ্যেই একের পর এক মানবিক সহায়তাবাহী ট্রাক এবং এর চারপাশে জড়ো হওয়া লোকজনের ওপর ইচ্ছাকৃত এবং সরাসরি আক্রমণ চালানো হচ্ছে।

এছাড়া জাবালিয়া শরণার্থী ক্যাম্পেও খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রে হামলা চালানো হয়। এদিকে গাজার নুসেইরাত শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ২৭ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এছাড়া আহত হয়েছে আরও বহু মানুষ।

আহতদের দেইর আল-বালাহ এলাকায় অবস্থিত আল-আকসা হাসপাতালে নেয়া হয়েছে।

গাজায় গত কয়েকদিন ধরে বিরামহীন হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি সেনারা। এতে প্রতিদিনই প্রাণ হারাচ্ছে নিরীহ ফিলিস্তিনিরা। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে বাড়ি-ঘরও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। মঙ্গলবার (১৯ মার্চ) একটি বাড়িতে ইসরায়েলি হামলায় ১৫ জন নিহত হয়েছে। এছাড়া আরও বেশ কয়েকজন ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মক্কায় শীর্ষ আলেমদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের মক্কায় মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ (রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামী) আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত রবিবার (১৭ মার্চ) শুরু হওয়া দুই দিনব্যাপী এ আয়োজনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শতাধিক নেতৃস্থানীয় মুসলিম প্রতিনিধি অংশ নেন। পবিত্র মসজিদুল হারামের কাছে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে বিভিন্ন মুসলিম গোষ্ঠীর মধ্যে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ ও মতভিন্নতার শিষ্টাচার একীভূত করা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এতে মুসলিমদের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরির একটি ডকুমেন্ট প্রকাশ করেন মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগের মহাসচিব ড. মুহাম্মদ বিন আবদুল করিম আল-ঈসা।

বিষয়টি নিয়ে ইরান, মিসর, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ইরাক, তুর্কিয়ে, মালয়েশিয়া, আফ্রিকার দেশগুলোসহ বিভিন্ন দেশের মুসলিম স্কলাররা বক্তব্য দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশনের (ওআইসি) মহাসচিব শেখ হুসাইন ইবরাহিম তোহা ও আমিরাতের ফতোয়া কাউন্সিলের প্রধান এবং ইসলামিক ফিকাহ একাডেমির সদস্য শায়খ আবদুল্লাহ বিন বাইয়াহসহ আরো অনেকে। 'বিল্ডিং ব্রিজেস বিটউইন ইসলামিক স্কুলস অব থটস' বা 'মুসলিম দলগুলোর মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি' শীর্ষক সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তব্য দেন সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি ও সিনিয়র স্কলার্সের সভাপতি শায়খ আবদুল আজিজ বিন আবদুল্লাহ আল শেখ। তিনি বলেন, ইসলাম ধর্ম একটি সামাজিক ধর্ম।

তা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেয়। ইসলাম বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধ সতর্ক করেছে। মহানবী (সা.)-এর সুন্নাহর বর্ণনামতে, মুসলিমদের সব সময় একতাবদ্ধ থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সব ধরনের ঘৃণা-বিদ্বেষ ও বক্রতা পরিহার করে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগের মহাসচিব ড. মুহাম্মদ আল-ঈসা বলেন, 'মক্কা ডকুমেন্টের বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতায় মুসলিমদের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরির এ ডকুমেন্ট ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা ও আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে। বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে মুসলিম স্কলারদের এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ এ নির্দেশনা দিচ্ছে, মুসলিম জাতির কাছে আলেমদের অবস্থান এখনো অনেক সুদৃঢ় রয়েছে এবং আলেমরা তাদের জন্য আদর্শ হিসেবে কাজ করছেন। এ সম্মেলনের মাধ্যমে মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে সুসম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হবে।' এর আগে ২০১৯ সালের মে মাসে মক্কায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে 'দ্য চার্টার অব মক্কা' বা মক্কা সনদ ঘোষণা করা হয়। ওই সময় সেখানে অংশ নিয়েছিলেন বিশ্বের ১৩৯টি দেশের ১২০০ ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক।

রাফায় আক্রমণ না করার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলেন নেতানিয়াহু

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার দক্ষিণ সীমান্তের শহর রাফায় স্থল হামলা চালানোর পরিকল্পনা থেকে ইসরায়েলকে সরে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন প্রধান মিত্র দেশ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। কিন্তু তার সেই আহ্বান প্রত্যাখান করেছেন দখলদার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।

মঙ্গলবার (১৯ মার্চ) নেতানিয়াহু ইসরায়েলি আইনপ্রণেতাদের জানিয়েছেন, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে 'অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে' জানিয়ে দিয়েছেন যে রাফায় হামাসের যে বাকি ব্যাটেলিয়নগুলো আছে তাদের নির্মূল করা সম্পন্ন করতে 'ইসরায়েল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ' আর এটি করার জন্য স্থল হামলা চালানো ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

গত সোমবার এই দুই নেতা টেলিফোনে কথা বলেছেন। হোয়াইট হাউজের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেইক সুলিভান বলেছেন, ওয়াশিংটনের বিশ্বাস রাফায় আক্রমণ চালানো হবে একটি 'ভুল' আর ইসরায়েল অন্য উপায়েও তাদের সামরিক লক্ষ্য অর্জন করতে পারে।

গাজার ১০ লাখেরও বেশি ফিলিস্তিনি ঘরবাড়ি হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে রাফায় অবস্থান নিয়ে আছে আর ইসরায়েলের বিশ্বাস, হামাসের যোদ্ধারা সেখানে লুকিয়ে আছে।

এদিকে রাফায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযান নিয়ে আলোচনা করতে আগামী সপ্তাহে ওয়াশিংটন ডিসিতে মার্কিন ও ইসরায়েলি কর্মকর্তারা বৈঠকে বসতে পারেন বলে মঙ্গলবার হোয়াইট হাউজের মুখপাত্র কারিন জন-পিয়ের জানিয়েছেন। গাজায় দুর্ভিক্ষ আসন্ন, এমন খবরে তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

জন-পিয়ের জানান, আসছে দিনগুলোতে ব্যাপক আলোচনার জন্য বাইডেন নেতানিয়াহুকে ওয়াশিংটনে সামরিক, গোয়েন্দা ও মানবিক বিষয়ক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একটি দল পাঠাতে বলেছেন।

গাজায় প্রায় ছয় মাস ধরে চলা লড়াইয়ে একটি যুদ্ধবিরতির জন্য ওয়াশিংটন নতুন কূটনৈতিক উদ্যোগ নিয়েছে। এই যুদ্ধবিরতির শর্তের মধ্যে হামাসের হাতে বন্দি ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তি ও গাজায় দুর্ভিক্ষ দূর করতে খাদ্য ত্রাণ পাঠানোর প্রস্তাব আছে।

এ লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন মধ্যপ্রাচ্য সফরের ঘোষণা দিয়েছেন। সফরে তিনি মিশর ও সৌদি আরবের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। মধ্যপ্রাচ্য সফরের ঘোষণায় ব্লিঙ্কেন সাধারণত ইসরায়েলে যাওয়ার পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন না, এবারও করেননি।

ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তারা মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আসন্ন সফরের বিষয়ে কোনো নোটিশ পায়নি।

দক্ষিণ সুদানে অতর্কিত হামলায় আঞ্চলিক কমিশনারসহ নিহত ১৫

আপনজন ডেস্ক: ইথিওপীয় সীমান্তের কাছে দক্ষিণ সুদানের পূর্ব পিবোর অঞ্চলে গাড়িবহরে অতর্কিত হামলায় একজন আঞ্চলিক কমিশনারসহ ১৫ জন নিহত হয়েছেন। একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বুধবার এ তথ্য জানিয়েছেন বলে এএফপির এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে।

বৃহত্তর পিবোর প্রশাসনিক এলাকার তথ্যমন্ত্রী আব্রাহাম কেলাং বলেছেন, পোচাল্লা কাউন্টি থেকে জাতিগত গোষ্ঠী অ্যান্যুয়াকের সন্দেহভাজন সশস্ত্র যুবকরা স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সকালে গাড়িবহরে অতর্কিত হামলা চালায়।

কেলাং এএফপিকে জানান, গাড়িবহরটি মাত্র ১০ কিলোমিটার যাত্রা করার পর এটি বন্দুক হামলার মুখে পড়ে।

এতে কমিশনার এবং আরো ১৪ জন নিহত হন। জেবেল বোমা কাউন্টির কমিশনার ছাড়াও দক্ষিণ সুদান পিপলস ডিফেন্স ফোর্সের একজন ডেপুটি কমান্ডার ও একজন নারী নিহতদের মধ্যে রয়েছেন। এ ছাড়া হামলাকারীদের একজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

হামলার উদ্দেশ্য তাৎক্ষণিকভাবে পরিষ্কার হয়নি।

কিন্তু কেলাং একজন সাবেক কমিশনারকে অভিযুক্ত করেছেন, যাঁকে পোচাল্লা কাউন্টিতে তাঁর পদ থেকে অপসারিত করা হয়েছিল অ্যান্যুয়াক গোষ্ঠীকে একত্র করার অভিযোগে। কেলাংয়ের মতে, এই দলটিই হামলা চালিয়েছে।

গণমাধ্যমটি বলেছে, দক্ষিণ সুদানে প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিগত গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ হয়। গবাদি পশু নিয়ে ঝগড়া এবং প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে বিবাদ অথবা পূর্ববর্তী হামলার প্রতিশোধের কারণে প্রায়ই এসব সংঘর্ষ হয়।

২০১৩ সালে পাঁচ বছরের গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর দক্ষিণ সুদানের অনেক শত্রু সম্প্রদায়ের কাছে অস্ত্রও রয়েছে।

এ ছাড়া বিশাল তেলের মজুদ থাকা সত্ত্বেও দরিদ্রতম দেশগুলোর মধ্যে একটি দক্ষিণ সুদান জাতি হিসেবে প্রায় অর্ধেক সময় যুদ্ধে কাটিয়েছে এবং ক্রমাগত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ক্ষুধা, অর্থনৈতিক মন্দা ও সাম্প্রদায়িক সংঘাত সহ্য করেছে। জাতিসংঘের মতে, ২০২৪ সালে দেশটির আনুমানিক ১১ মিলিয়ন জনসংখ্যার ৮০ শতাংশের মানবিক সহায়তার প্রয়োজন হবে।

গাজার সব মানুষ তীব্র ক্ষুধার সম্মুখীন: যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: টানা পাঁচ মাসের বেশি সময় ধরে ফিলিস্তিনের গাজায় আকাশ ও স্থলপথে হামলা করে চলেছে ইসরায়েল। এ হামলায় বিধ্বস্ত ফিলিস্তিনের গাজা ভূখণ্ডের সব মানুষ তীব্র ক্ষুধার সম্মুখীন বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এমন পরিস্থিতিতে এসব মানুষকে সহায়তা দেওয়ার বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে ইসরায়েলের প্রতি আহ্বানও জানিয়েছে দেশটি।

ইসরায়েলি আগ্রাসনের মধ্যে বিবিসি এই অঞ্চলের পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন জানান, গাজার ২০ লাখ মানুষ 'তীব্র মাত্রার খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার' সম্মুখীন হচ্ছে। এমন অবস্থায় যাদের সহায়তা প্রয়োজন তাদের সহায়তা প্রদানকে অগ্রাধিকার দিতে ইসরায়েলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন ফিলিপাইন সফরের সময় গাজা নিয়ে এই সতর্কতা উচ্চারণ করেন। মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তিনি মধ্যপ্রাচ্যেও সফর করবেন। আর সেটি হবে গত বছরের অক্টোবর থেকে এই অঞ্চলে তার ষষ্ঠ দফা সফর। এছাড়া এই অঞ্চলে যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করার প্রচেষ্টাও অব্যাহত রেখেছে দেশটি।

এমন অবস্থায় যুদ্ধ থামাতে, মানবিক সহায়তার বিতরণ এবং ইসরায়েলি বন্দিদের মুক্তির জন্য হামাসের সাথে একটি চুক্তিতে সম্মত হতে মঙ্গলবার কাতারে ইসরায়েলি প্রতিনিধিদলের আলোচনা আবার শুরু হওয়ার কথা ছিল।

গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে নজিরবিহীন হামলা চালায় ফিলিস্তিনিদের সশস্ত্র সংগঠন হামাস। হামলায় ১২শ'র বেশি মানুষ নিহত হয়। জিম্মি করে নিয়ে যায় আরো ২৪২ জনকে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কঠোর নিরাপত্তা আইন পাস করল হংকং

আপনজন ডেস্ক: বিদ্রোহ দমনে কঠোর নিরাপত্তা আইন পাস করেছে হংকং। দেশটির স্থিতিশীলতার জন্য আইনটিকে জরুরি মনে করছে কর্তৃপক্ষ। তবে সমালোচকদের আশঙ্কা, নতুন এই আইনটি নাগরিক স্বাধীনতাকে আরো ক্ষুণ্ণ করবে।

আর্টিকেল ২৩ নামে পরিচিতি পাওয়া এই আইনটি বহিরাগত হস্তক্ষেপ এবং বিদ্রোহ দমনের লক্ষ্যে করা হয়েছে যেখানে এমন অপরাধের সর্বোচ্চ সাজা রাখা হয়েছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। দুই সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে শহরের বেইজিংপন্থী পার্লামেন্ট আইনটি চূড়ান্তভাবে পাশ করলো।

এই আইনটি ইতোমধ্যেই হংকংয়ে বিচ্ছিন্নতা, বিদ্রোহ, সন্ত্রাসবাদ এবং বিদেশি বাহিনীর সাথে যোগসাজশকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছে।

হংকংয়ের নেতা জন লি বলেছেন, এই আইন অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করতে সম্ভাব্য নাশকতা ও স্বাধীন হংকংয়ের ধারণাগুলো ঠেকাতে প্রয়োজনীয়।

তিনি বলছেন, এটি হংকংয়ের মানুষের জন্য এটি একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। যেটির জন্য সবাই ২৬ বছর ধরে অপেক্ষা করছিল।

চীনের ভাইস প্রিমিয়ার ডিং জুয়েক্সিয়াং বলেছেন, নতুন আইনের দ্রুত প্রণয়ন হংকংয়ের জাতীয় স্বার্থসমূহ রক্ষা করবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে মনোযোগ দেওয়ার অনুমতি দেবে।

২০২০ সালে এ রকম একটি আইন পাস হওয়ার পর থেকে বিতর্কিত জাতীয় নিরাপত্তা আইনের অধীনে অনেক লোককে গ্রেফতার করা হয়েছিলো।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের চীনের পরিচালক সারাহ ব্রুকস বলেছেন, নতুন এই আইন এখানকার মানবাধিকারের ওপর আরেকটি বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসবে।

চীনের হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মায়া ওয়াং বলেছেন এটি হংকংয়ে কর্তৃত্ববাদের একটি নতুন যুগের সূচনা করবে।

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক নতুন এই আইনটিকে 'একটি পশ্চাদপসরণমূলক পদক্ষেপ' বলে আখ্যা দিচ্ছেন।

যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র সচিব ডেভিড ক্যামেরন বলেছেন, এটি প্রাক্তন এই ব্রিটিশ কলোনির 'অধিকার এবং স্বাধীনতায়' আরো বেশি হস্তক্ষেপ করবে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.১৮মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫৩ মি.

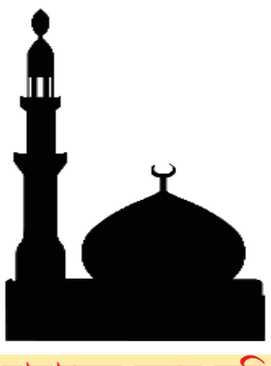

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.১৮	৫.৩৯
যোহর	১১.৪৯	
আসর	৪.০৬	
মাগরিব	৫.৫৩	
এশা	৭.০২	
তাহাজ্জুদ	১১.০৬	

চিনে টানেলের সঙ্গে বাসের ধাক্কা, নিহত ১৪

আপনজন ডেস্ক: চীনের উত্তরাঞ্চলের শানসি প্রদেশে একটি টানেলের সঙ্গে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় অন্তত ১৪ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ৩৭ জন।

সংবাদমাধ্যম সিসিটিভি নিউজ জানিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটার দিকে হুবেই এক্সপ্রেসওয়েতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, ৫১ জন যাত্রী নিয়ে বাসটি টানেলের দেয়ালে প্রচণ্ড গতিতে আঘাত করলে হতাহতের এই ঘটনা ঘটে।

ইউক্রেনে ২ হাজার সেনা পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে ফ্রান্স

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেনে পাঠানোর জন্য ফ্রান্স ২ হাজার সৈন্যের একটি সামরিক দল প্রস্তুত করছে বলে দাবি করেছেন রাশিয়ান ফরেন ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের (এসভিআর) পরিচালক সের্গেই নারিশকিন।

তিনি বলেছেন, 'ফ্রান্সের বর্তমান নেতৃত্ব সাধারণ ফরাসি জনগণের মৃত্যু বা জেনারেলদের উদ্বেগের কথা চিন্তা করে না। রাশিয়ান এসভিআর-এর কাছে আসা তথ্য অনুযায়ী, ইউক্রেনে পাঠানোর জন্য একটি দল এরইমধ্যে প্রস্তুত করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে, এতে প্রায় ২ হাজার সৈন্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে।'

রুশ বিদেশী গোয়েন্দা প্রধানের মতে, ফরাসি সামরিক বাহিনী ভয় করে যে এত বড় সামরিক ইউনিট ইউক্রেনে গোপনে স্থানান্তর এবং স্থাপন করা যাবে না। এটি এইভাবে রাশিয়ান সশস্ত্র বাহিনীর আক্রমণের জন্য একটি বৈধ অগ্রাধিকার লক্ষ্য হয়ে উঠবে। এর মানে হল যে, তারা ওই সমস্ত ফরাসিদের মতো একই ভাগ্য ভোগ করবে যারা আগেও হামলা করতে রাশিয়ায় গিয়েছে।'

প্যারিসে ইউক্রেনের উপর একটি সম্মেলনের পর, ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ দ্ব্যর্থহীনভাবে ইউক্রেনের বিশেষ সামরিক অভিযানের জোনে পশ্চিমা স্থল সেনা পাঠানোর জল্পনাকে অস্বীকার করেননি।

তিনি আরো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো এ সংঘাতে রাশিয়ার বিজয় ঠেকাতে 'যা প্রয়োজন তা করবে'।

জাপান উপকূলে দক্ষিণ কোরিয়ার ট্যাংকারডুবি, নিহত ৮

আপনজন ডেস্ক: জাপানের পশ্চিম উপকূলের কাছে দক্ষিণ কোরিয়ার রাসায়নিক পণ্যবাহী একটি ট্যাংকার জাহাজ ডুবে গেছে। এই দুর্ঘটনায় আটজনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া নিখোঁজ আছেন আরো দুইজন।

বুধবার জাপানের রাজধানী টোকিও থেকে এক হাজার কিলোমিটার দূরের মাতসুরে দ্বীপের কাছে ১১জন ক্রুসহ কিয়োইয়ং সান নামের ট্যাংকার জাহাজটি উল্টে যায়। জাপানের কোস্টগার্ড প্রাথমিক অবস্থায় জানিয়েছিল তারা ১১জন ক্রুর মধ্যে ৯ জনকে উদ্ধার করেছে। যারমধ্যে ছিল দুইজন দক্ষিণ কোরিয়ান, আটজন ইন্দোনেশিয়ান এবং একজন চীনের নাগরিক। পরবর্তীতে কোস্টগার্ড জানায় একজন ইন্দোনেশিয়ানকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করেছেন তারা। উদ্ধারকৃত অপরজন জীবিত নাকি মৃত সেটি নিশ্চিত করতে পারেনি তারা। এখনো নিখোঁজ থাকা বাকি দুই ক্রুকে খুঁজে পেতে উদ্ধার অভিযান অব্যাহত আছে।

জাপানি বার্তা সংস্থা এনএইচকে জানিয়েছে, জাহাজটি জাপানের হিমেজি বন্দর থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার উলসানে আসছিল।

কিভাবে জাহাজটি ডুবে গেলো সেটির কারণ এখনো জানা যায়নি। তবে জাহাজটির ক্রুরা কোস্টগার্ডকে জানাতে সমর্থ হয় যে, সমুদ্র উত্তাল থাকায় কারণে তারা বিপদে পড়েছে এবং মাতসুরে দ্বীপের কাছে আশ্রয় নিয়েছে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৭৯ সংখ্যা, ৭ চৈত্র ১৪৩০, ১০ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি

গণতন্ত্রের প্রতি হুমকি

শাসনতন্ত্র হিসাবে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে 'সাম্যবাদ' ও 'সমাজতন্ত্র' শব্দ দুইটি যেমন মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছিল, তেমনি একুশ শতকে আসিয়া বৈশ্বিক রাজনীতির উঠানে 'গণতন্ত্র' শব্দটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ও জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বব্যাপী বক্তৃতা, বিবৃতি, পত্রিকার পাতা কিংবা টেলিভিশনের পর্দায় প্রতিদিন গণতন্ত্র শব্দটির ব্যবহার হয় সহস্রাধিক বার। অবশ্য ইহার যথার্থ কারণও রহিয়াছে।

বর্তমান বিশ্বে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আমাদের সামনে যতগুলো শাসনতন্ত্র বা নিয়মতন্ত্র রহিয়াছে তাহার মধ্যে গণতন্ত্রকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করা হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের সক্রিয় ভূমিকা থাকিবার কারণে স্বচ্ছতার মানদণ্ডে গণতন্ত্র যতটা ফলপ্রসূ, একটি রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণে ইহা ততটাই দুর্বল। কারণ এইখানে ম্যানিপুলেশন বা প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের চিন্তা ও সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের সুযোগ রহিয়াছে।

যে কোনো উপায়ে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়া রাজনৈতিক প্রাঙ্গণে তাহাদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করা গণতন্ত্রের প্রতি হুমকিস্বরূপ। আর এই হুমকি ক্রমশই বিস্তার লাভ করিতেছে।

ইহার সহিত দরিদ্রতা ও নিরক্ষরতা যেইখানে বিদ্যমান, সেইখানে গণতন্ত্র সবচাইতে অধিক দুর্বল। ইহার কারণে উন্নত বিশ্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইলেও তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে গণতন্ত্রের এমন খারাপ অবস্থা দেখা যাইতেছে।

এই সমস্ত দেশে ক্ষমতার গদিতে আসন গ্রহণ করিবার জন্য কতিপয় নেতা দরিদ্র ও নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর ভোট প্রদানের সিদ্ধান্তের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালান এবং অনেকাংশে সফলও হন।

জনসাধারণের অভিমত পরিবর্তনের এই সমস্যা এতদিন উন্নয়নশীল দেশসমূহেই লক্ষ করা যাইত; কিন্তু এখন ডিজিটাল প্রযুক্তির অগ্রগতি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অভাবনীয় কার্যক্ষমতার কারণে উন্নত বিশ্বেও জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়া তাহাদের মতামত পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তারের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

গত সোমবার দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে অনুষ্ঠিত তৃতীয় গণতন্ত্র সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আয়োজক দেশের প্রেসিডেন্ট উইন সুক ইয়েল বলিয়াছেন–'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া তৈরি ভুয়া খবর ও অপতথ্য গণতন্ত্রের জন্য হুমকি হিসাবে আবির্ভূত হইয়াছে।' উন্নয়নশীল দেশসমূহে, যেইখানে ইতিমধ্যে গণতন্ত্রের করুণ অবস্থা লক্ষ করা যায়, সেইখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এমন অপব্যবহার আরও মারাত্মক সমস্যা তৈরি করিতে পারে।

উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন বলেন, 'ইতিমধ্যে স্বৈরাচারী ও নিপীড়নমূলক শাসনব্যবস্থা মানবাধিকার ও গণতন্ত্র ক্ষুণ্ন করিবার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করিয়াছে।' তাই ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আদর্শ টিকাইয়া রাখিবার জন্য এই প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার আমাদেরকে নিশ্চিত করিতে হইবে।

গণতন্ত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ বিদ্যমান অন্যান্য বিষয়ের সহিত ডিজিটাল প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যেন আরও শক্তিশালীরূপে আবির্ভূত না হয়, সেই ব্যাপারে আমাদের এখনই সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। প্রযুক্তিগত হুমকি নিবারণ করিয়া, এই প্রযুক্তিকেই কীভাবে গণতন্ত্র ও সর্বজনীন মানবাধিকারের প্রসারে কাজে লাগানো যায়, তাহার অনুসন্ধানই আমাদের লক্ষ্য হউক।

'পুতিনের ভূমিধস বিজয়' কারো সর্বনাশ, কারো পৌষ মাস

ভূমিধস বিজয়ের মাধ্যমে নতুন মেয়াদে আগামী ছয় বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ভ্লাদিমির পুতিন। আমরা জানি, ভোটের আগে রাশিয়ার রাজনৈতিক অঙ্গন পুতিন প্রশাসনের কঠোর নিয়ন্ত্রণে ছিল। পুতিনের বিপক্ষে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো তেমন কোনো প্রার্থীও ছিলেন না। বলা যায়, একদম ফাঁকা মাঠে গোল দিয়েছেন রুশ স্বৈরশাসক। লিখেছেন **সিমোন ম্যাকার্থি..**

ভূমিধস বিজয়ের মাধ্যমে নতুন মেয়াদে আগামী ছয় বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ভ্লাদিমির পুতিন। আমরা জানি, ভোটের আগে রাশিয়ার রাজনৈতিক অঙ্গন পুতিন প্রশাসনের কঠোর নিয়ন্ত্রণে ছিল। পুতিনের বিপক্ষে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো তেমন কোনো প্রার্থীও ছিলেন না। বলা যায়, একদম ফাঁকা মাঠে গোল দিয়েছেন রুশ স্বৈরশাসক।

চলমান ইউক্রেনে যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে পুতিনের আবারও ক্ষমতায় আসার অর্থ হচ্ছে, এই সংঘাত এগোতে থাকবে সামনের দিকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপসহ পশ্চিমা বিশ্বের মিত্র দেশগুলোর জন্য এটা খারাপ সংবাদ নিঃসন্দেহে।

অন্যদিকে, পুতিনের নির্বিঘ্নে ক্ষমতার মসনদে বসার খবরে যারপরনাই খুশি হবে কিছু দেশ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় চীনের কথা। শি জিনপিং এবং পশ্চিমাবিরোধী অন্যান্য নেতা পুতিনের বিজয়ে উল্লাস করবেন–সেটাই স্বাভাবিক।

রাশিয়ার কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত প্রাথমিক ফলাফলে দেখা যায়, পুতিন ভোট পেয়েছেন প্রায় ৯০ শতাংশ। এই বিশাল বিজয়ে পুতিনকে তত্ক্ষণাত্ অভিনন্দন জানাতে ভোলেননি শি। চীনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের খবরে জানা যায়, শি সেদিনই ফোনে রুশ নেতাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, 'পুতিনের পুনর্নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তার প্রতি 'রুশ জনগণের সমর্থনের প্রতিফলন ঘটেছে।' রুশ প্রেসিডেন্টকে আশ্বস্ত করে শি বলেন, 'আগামী দিনগুলোতে দুই দেশের কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরো টেকসই এবং উন্নত করতে বেইজিং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

দুই প্রেসিডেন্টের মধ্যে এ ধরনের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে এটা বেশ ভালো করেই বোঝা যায়, দুই দেশের সম্পর্ক কতটা 'গভীর'। বস্তুত, চীন-রাশিয়া সম্পর্ক অনেক বেশি মজবুত হয়েছে বিশেষত ইউক্রেন যুদ্ধের পর থেকে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে বেইজিংয়ের দিকে বেশ খানিকটা ঝুঁকে পড়তে দেখা যায় ক্রেমলিনকে। এই সময়ে পুতিন-শি সম্পর্কও আরো জোরদার হয়েছে। বর্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্য ও নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'সীমাহীন অংশীদারিত্ব' উপভোগ করছে দুই দেশ।

আমরা দেখেছি, কিয়েভে অযাচিত আগ্রাসন চালানোর জন্য মস্কোর ওপর যখন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল ওয়াশিংটন, তখন প্রথম দিকে মনে হয়েছিল, এর জন্য বেশ চড়া মূল্যই চোকাতে হবে রাশিয়াকে। তবে আশ্চর্যজনকভাবে রাশিয়ার গায়ে কোনো ধরনের আঁচড়ই কাটতে পারেনি 'মার্কিন নিষেধাজ্ঞা'! বরং চীনের কাছ থেকে সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা পেয়ে আসছে রাশিয়া। নিরপেক্ষভাবে বলতে গেলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা রাশিয়াকে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার জন্য যখন একজোট হয়, তখন মস্কোর পাশে গিয়ে দাঁড়ায় বেইজিং। ইউক্রেনে আগ্রাসন চালানোর বিষয়ে চীন রাশিয়ার নিন্দা তো করেইনি, উলটো রাশিয়ার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চালিয়ে গেছে বহাল তবিয়তে। মূলত এ থেকে বেইজংয়ের ওপর ক্ষুব্ধ হতে শুরু করে ইউরোপ। আশঙ্কা করা হয়, রাশিয়া যেভাবে গায়ের জোরে ইউক্রেনকে কবজা করেছে, ঠিক সেভাবেই তাইওয়ানের স্বশাসিত গণতন্ত্র নিয়ে নীলনকশায় উন্মত্ত হয়ে উঠতে পারে বেইজিং। আর তার ফলে এই অঞ্চলে অবধারিত হয়ে উঠতে পারে নতুন সংঘাত, যা কোনোভাবেই প্রত্যাশিত নয়।

অতি সম্প্রতি ন্যাটোর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এতে বেইজিংয়ের প্রতি কঠোর মনোভাব পোষণ করা হয়েছে। চীনের ওপর পশ্চিমারা বেশ ঝাল ঝেড়েছেন! ন্যাটোর প্রধান জেনস স্টলটেনবার্গ কড়া ভাষায় বলেছেন, 'বেইজিং আমাদের মূল্যবোধকে পাত্তা দেয় না। শুধু তাই নয়, আমাদের স্বার্থকে তারা চ্যালেঞ্জ করে।'

রাশিয়ার কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত প্রাথমিক ফলাফলে দেখা যায়, পুতিন ভোট পেয়েছেন প্রায় ৯০ শতাংশ। এই বিশাল বিজয়ে পুতিনকে তত্ক্ষণাত্ অভিনন্দন জানাতে ভোলেননি শি। চীনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের খবরে জানা যায়, শি সেদিনই ফোনে রুশ নেতাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, 'পুতিনের পুনর্নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তার প্রতি 'রুশ জনগণের সমর্থনের প্রতিফলন ঘটেছে।' রুশ প্রেসিডেন্টকে আশ্বস্ত করে শি বলেন, 'আগামী দিনগুলোতে দুই দেশের কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরো টেকসই এবং উন্নত করতে বেইজিং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

এ ধরনের কথার সোজা অর্থ হলো, বেইজিং মস্কোর দিকে ঝুঁকেছে। সত্যি বলতে, শিকে 'এক গভীর লক্ষ্যে মনোনিবেশ' করতে দেখা যায়। তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মুখে পুতিনকে 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার' হিসেবে বেছে নিয়েছেন শি। ঠিক এমন একটি প্রেক্ষাপটে দুই নেতা শি ও পুতিন 'এক অন্য বিশ্ব' বিনির্মাণের স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠেছেন।

নতুন বিশ্বব্যবস্থা (নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার) গড়ার ক্ষেত্রে উভয় নেতা সম্ভবত এমন বিশ্বাসও পোষণ করছেন যে, ওয়াশিংটন ও তার মিত্ররা যে ধরনের নিয়মনীতি ও মূল্যবোধের কথা বলে থাকে, তা 'সম্পূর্ণ অন্যায় আধিপত্য' ছাড়া আর কিছু নয়। এরকম এক প্রেক্ষাপটে শি ধারণা করে বসে আছেন, মস্কো-বেইজিং স্থিতিশীল সম্পর্ক ধরে রাখা গেলে কেবল তাইওয়ান কেন, দক্ষিণ চীন সাগরের মতো উদ্বেগজনক ইস্যুগুলো নিয়েও নির্বিঘ্নে সামনে এগুনো যাবে। হয়তোবা এমন চিন্তা থেকেই পুতিনকে 'একজন প্রকৃত কৌশলগত অংশীদার' হিসেবে দেখেন শি। ঠিক এমনটাই মনে করেন লন্ডন ইউনিভার্সিটির চায়না ইনস্টিটিউটের পরিচালক স্টিভ সাং। আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার আগে তিনি এক মন্তব্যে বলেছিলেন, 'যদি এমন হতো, এই নির্বাচনে পুতিনের কোনো অঘটন ঘটেছে, তাহলে সবার আগে কপাল পুড়ত বেইজিংয়ের।' পুতিন-শি অংশীদারিত্ব কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে, তা এই একটি কথার মধ্য দিয়েই বোঝা যায়।

মনে রাখতে হবে, মাও সেতুংয়ের পর শিই একমাত্র নেতা, যিনি চীনা জাতির ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। একই চিত্র লক্ষণীয় পুতিনের বেলায়ও। সোভিয়েত জমানার মহাপ্রতাপশালী শাসক জোসেফ স্ট্যালিনের পর দীর্ঘ মেয়াদে রাশিয়াকে শাসন করা নেতা হচ্ছেন পুতিন। এমনকি তিনি রাশিয়ার সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ের শাসক হয়ে উঠবেন বলেই মনে করা হয়।

যা হোক, পুতিনের সাফল্যে শির পাশাপাশি খুশি হবেন উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন। সম্প্রতি পুতিনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎও হয়েছে এই স্বৈরশাসকের। শি-পুতিনের মতো কিম-পুতিন সম্পর্কও বেশ মজবুত। অর্থাত্, রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে ভালো অংশদারত্ব দেখা যাবে সামনের দিনগুলোতে।

ওয়াশিংটন অভিযোগ করেছে, পিয়ংইয়ংয়ের কাছ থেকে সম্প্রতি অস্ত্র কিনেছে মস্কো। মজার ব্যাপার হলো, ইউক্রেন যুদ্ধ কিমের জন্য আশীর্বাদ বয়ে এনেছে। এই যুদ্ধের ফলে মস্কো-পিয়ংইয়ং দৃঢ় বন্ধনের সুযোগে ধুঁকতে থাকা অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার প্রয়াস পেয়েছেন কিম। ফলে শির মতো স্বভাবতই পুতিনকে বিজয়ের উচ্ছ্বাসে ভাসিয়েছেন কিমও। উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় মিডিয়ার খবর অনুযায়ী, নির্বাচনে জয়ের পর পুতিনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কিম।

পুতিনের বিজয়ে চীন ও উত্তর কোরিয়ার মতো স্বস্তি পেয়েছে ইরানও। মার্কিন নিষেধাজ্ঞায় বিধ্বস্ত তেহরান সরকার বেশ কিছুদিন ধরেই মস্কোর সঙ্গে সহযোগিতা প্রসারিত করে আসছিল। মস্কোকে ড্রোন ও গোলাবারুদ সরবরাহসহ বেশ কিছু ক্ষেত্রে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে বস্তুত লাভবান হচ্ছে দুই দেশই। ভবিষ্যতে এ দুই দেশের সম্পর্ক আরো শক্তিশালী হবে নিশ্চিতভাবেই। পুতিন যুগের ধারাবাহিকতায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা দেশের তালিকায় রয়েছে ভারতের নামও। আমরা লক্ষ করছি, সাম্প্রতিক সময়ে রাশিয়ার সঙ্গে ক্রমবর্ধমান লেনদেনের মধ্য দিয়ে লাভবান হচ্ছে দিল্লি সরকার। ছাড়ে জ্বালানি তেল কেনার মধ্য দিয়ে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে মোদি সরকার। বিশেষভাবে লক্ষণীয়, গ্লোবাল সাউথের অনেক দেশ রাশিয়ার সঙ্গে অংশীদারিত্ব জোরদার করার চেষ্টা চালিয়ে আসছে তলে তলে। কিছু দেশ আছে, যারা ইউক্রেনকে সমর্থন করে যুদ্ধের অভিঘাতের শিকার হয়েছে। অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ধসে গেছে অনেক দেশের। মুখে কিছু না বললেও পুতিনের জয়ে মিটিমিটি হাসছে এসব দেশ!

সত্যি বলতে, পুতিনের নতুন মেয়াদে ক্ষমতায় ফেরা পশ্চিমা বিশ্বের জন্য সতর্কসংকেত হলেও অনেক দেশই এতে খুশি। তবে এর অর্থ এই নয় যে, মস্কোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা দেশগুলো ইউক্রেনের সংঘাত বন্ধের বিপক্ষে। মূলত রাশিয়ার সঙ্গে শক্তিশালী কৌশলগত অংশীদারত্ব টিকিয়ে রাখার পাশাপাশি যুদ্ধের অভিঘাত এড়িয়ে চলতে চায় দেশগুলো। কোনো সন্দেহ নেই, আজকের বিশ্বে বড় বাস্তবতা এটাই।

লেখক : হংকংভিত্তিক চীনা বিশেষজ্ঞ ও রাজনীতি বিশ্লেষক
সিএনএন থেকে অনুবাদ

কেন্দ্রীয় সরকার বলছে, দারিদ্র্য কমছে, আসলে কি তা-ই

অশোকা মোদি

প্রয়াত ঝানু অর্থনীতিবিদ মাইকেল মুসা এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) আমার প্রথম বস একবার আমাকে বলেছিলেন, প্রতিটি যথার্থ পরিসংখ্যানকে অবশ্যই 'গন্ধ পরীক্ষায়' (স্মেল টেস্ট) পাস করে আসতে হবে। সম্প্রতি ভারত সরকার গত এক দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো ভোগ বা নাগরিকের ক্রয়ক্ষমতা সংক্রান্ত একটি পরিসংখ্যান প্রকাশ করার পর তাঁর সেই মহান বাণীটি আমার মনে পড়ল। তিনি 'গন্ধ পরীক্ষা'র কথা বলেছিলেন। আর ভারতের এই সরকারি পরিসংখ্যান থেকে আমি স্রেফ দুর্গন্ধ পাচ্ছি। অর্থনীতিবিদরা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছেন, ভারতের সরকারি জিডিপি সংক্রান্ত উপাত্ত ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানো হয়ে থাকে। বিশেষ করে, গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত জি-২০ সম্মেলনে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল স্ট্যাটিসটিক্যাল অফিস যে পরিসংখ্যান দাখিল করেছে, তাকে একটি নির্লজ্জ অতিমূল্যায়িত পরিসংখ্যান বলা যেতে পারে। ভারতে সর্বশেষ দশকের আদমশুমারি হয়েছিল ২০১১ সালে। ওই সময়ে জরিপে জনগণের মধ্যে উচ্চমাত্রার অপুষ্টি এবং রক্তস্বল্পতাকে হাইলাইট করার খেসারত হিসেবে জরিপ প্রকল্পের পরিচালককে চাকরি খোয়াতে হয়েছিল। ২০১২ সালের সর্বশেষ বিশদ ভোগ-ব্যয় জরিপ থেকে দেখা যায়, ভারতের ২২ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। দারিদ্র্যের হার আরও বাড়তে পারে–এইরকম ইঙ্গিতসূচক তথ্য ফাঁস হওয়ার পর সরকার ২০১৮ সালে একটি সমীক্ষা বা জরিপ বাতিল করে।

এতে মোটেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, নতুন একটি অসমাপ্ত ভোগ-পরিসংখ্যান সরকারি শিবিরের মধ্যে বেশ উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করেছে। আইএমএফ-এ ভারতের সাবেক নির্বাহী পরিচালক সুরজিত ভল্লা ও অর্থনীতিবিদ করণ ভাসিন বুকিংস ইনস্টিটিউশন-এর অর্থ সমাপ্ত জরিপের আলোকে বেশ তাড়াহুড়া করে ঘোষণা করেছেন, ভারত থেকে চরম দারিদ্র্য 'দূরীভূত হয়েছে'। পরিসংখ্যানের এই ধরনের অপব্যবহার অভিজাত মহলে ভারতের 'হাইপ'কে জোরাল করলেও আদতে দেশটিতে দারিদ্র্য গভীরভাবে রয়েই গেছে। দরিদ্র মানুষের আয় লক্ষণীয়ভাবে কমে যাওয়ার কারণে যে মূল্যস্ফীতির সৃষ্টি হয়েছে তা ব্যাপক জনবঞ্চনাকেই সামনে নিয়ে আসছে।

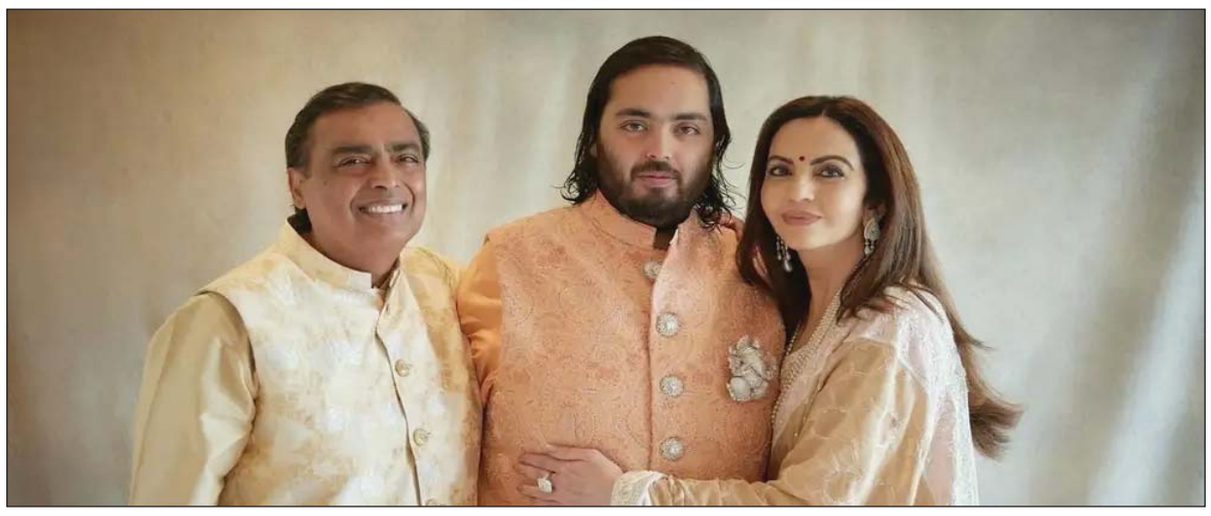

আদতে দারিদ্র্য পরিমাপ করা একটি জটিল কাজ। দারিদ্র্যের সীমা নির্ধারণ করাই এই কাজের মূল লক্ষ্য। বিশ্ব ব্যাংক ১৯৯০ সালে আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যসীমা হিসেবে দৈনিক আয় এক ডলার নির্ধারণ করেছিল। মূল্যস্ফীতির কারণে ২০১১ সালে তা ১.৯০ ডলারের উন্নীত করা হয়। অর্থাৎ যারা দৈনিক ১.৯০ ডলার খরচ করার সামর্থ্য রাখেন না, তাঁদের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করা লোক হিসেবে গণ্য করা হয়। ভারতে দৈনিক ১.৯০ ডলার খরচ করতে পারেন না, এমন লোকের সংখ্যা সরকারের দাবিকৃত সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। অর্থনীতিবিদ সাহুয়া চেন ও মার্টিন রেভালিওন মনে করেন এই অর্থ দিয়ে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার মতো খাবার জোগাড় করা ও অন্য সামান্য কিছু জিনিসপত্র কেনাকাটা করা সম্ভব। দারিদ্র্য বিশেষজ্ঞ এস. সুব্রামানিয়ানের মতে, ২০১২ সালে যখন দারিদ্র্যসীমা নির্ধারণে দৈনিক সর্বনিম্ন আয় ১.৯০ ডলার নির্ধারণ করা হয়েছিল, তখন ভারত ওই পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে সক্ষম হিসেবে যাঁদের দেখিয়েছিল, তাঁরা আদতে তখন দিনে সর্বোচ্চ ৩০ রুপি খরচ করতে পারছিল। এই সামান্য অর্থ দিয়ে তাঁরা কোনো মতে দুই বেলা খেয়ে বাঁচতে পারছিল।

সম্প্রতি ভল্লা ও ভাসিন বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর নির্ধারিত ১.৯০ ডলার খরচ করার সক্ষমতার বিষয়টি বিশ্লেষণ করে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন, তাতে দাবি করা হয়েছে, ভারতের বেশির ভাগ মানুষই দৈনিক ১.৯০ ডলারের চেয়ে বেশি খরচ করে। তাঁদের হিসাব দেখে মনে হচ্ছে, তাঁরা এক মার্কিন ডলারের বিপরীতে ২২.৯ রুপি দেখিয়েছেন। তাঁদের বিশ্লেষণে তাঁরা দৈনিক ৪৫ রুপির কম খরচ করা লোকজনকে দরিদ্র শ্রেণিতে রেখেছেন।

এটি দারিদ্র্য দূরীকরণের আসল চিত্র প্রকাশ করে না। সরকারের প্রেস বিজ্ঞপ্তি মেনে নিয়ে গড় বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতির হার ৬ শতাংশ ধরে নিলে দেখা যাবে ২০১২ যে জিনিসের দাম ৩০ রুপি ছিল এখন তার দাম কমপক্ষে ৫৮ রুপি হবে। অধিকন্তু, নিম্ন-আয়ের পরিবারগুলো মুদ্রাস্ফীতি বৈষম্যের মুখোমুখি হয়। কারণ এক সঙ্গে তাঁদের প্রচুর পরিমাণে পণ্য কেনার ক্ষমতা থাকে না। ফলে তাঁদের ওপর মূল্যস্ফীতির চাপ বেশি পড়ে। দুঃখের বিষয়, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ পরিবারভিত্তিক আয়ের বিপরীতে মূল্যস্ফীতির তথ্য প্রকাশ করে না। ভারতে অর্থনৈতিকভাবে নিচের দিকে থাকা অর্ধেক পরিবারের বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতি যদি ৮.৫ শতাংশ হয় তাহলে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে তাদের প্রতিদিন প্রায় ৮০ রুপি লাগবে। সে ক্ষেত্রে, ভারতের দারিদ্র্যের হার হবে প্রায় ২২ শতাংশ। অর্থাৎ ২০১২ সালের মতোই।

কোভিড-১৯ মহামারি ভারতকে কঠিন ধাক্কা দিয়েছে। এর ফলে লাখ লাখ ভারতীয় শ্রমিক নিম্ন-উৎপাদনশীল কৃষিভিত্তিক কাজে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। ২০১৮ সালের তুলনায় আজ ৭ কোটি বেশি ভারতীয় নাগরিক কৃষিতে কাজ করছেন। এই কাজ তাঁরা করছেন অ-কৃষি কাজের সুযোগের অভাবের কারণে।

লাখ লাখ ভারতীয়দের দুঃসহ জীবনের মুখে পড়লেও জাতীয় নির্বাচনের আগে আংশিক তথ্যের ভিত্তিতে ভল্লা ও ভাসিনের দারিদ্র্যের অবসানের যে ঘোষণা দিয়েছেন, তা দরিদ্র মানুষের সঙ্গে তামাশা করা ছাড়া আর কিছু নয়।

ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্যের বিষয়টিকেও তাঁরা চেপে গেছেন। সবাই দেখছে, ভারতের ধনী-গরিবের ব্যবধান অবাক করার মতো। শতকোটিপতি মুকেশ আম্বানির ছেলের প্রাক বিবাহে ১২ কোটি ডলার খরচ করার কথাই বিবেচনা করুন। ছেলেটি ১০ লাখ ডলারের ঘড়ি পরেছিল। সেখানে পারফর্ম করার জন্য একজন সুপারস্টার ৬০ লাখ ডলার পেয়েছিলেন।

অন্যদিকে, দরিদ্র লোকেরা ঠিকমতো খেতেও পাচ্ছে না। আর সরকারের দিক থেকে বলা হচ্ছে, দারিদ্র্য কমছে। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ছে।

অশোকা মোদি প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির ভিজিটিং প্রফেসর। এর আগে বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলে কাজ করেছেন।

প্রথম নজর

মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ দুই রাজ্যের দুই ছাত্রের

অযীর হুসাইন ● পাটনা

আপনজন: বিহারের প্রাক্তন বিধায়ক আকিল আখতার পরিচালিত আসলাম শিক্ষা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে ব্লকের শ্রীকুন্ড গুমানিতে অবস্থিত সৌদি আরবের মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত আবু বকর সিদ্দিক কলেজ গুমানির দুই শিক্ষার্থী মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। এ তথ্য জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির ডিন খায়রুল ইসলাম মাদানী। প্রতিষ্ঠানটির দুই শিক্ষার্থী পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার ইমদাদুল হক সিদ্দিকী এবং বিহারের কাটিহার জেলার সরফরাজ আলম সিদ্দিকী মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন এবং পরবর্তী উচ্চ শিক্ষার জন্য সৌদি আরবের মদিনা শহরে অবস্থান করছেন। ধর্ম, বিজ্ঞান অধ্যয়ন। সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রযুক্তি এবং অন্যান্য বিষয় অধ্যয়ন করবে। আমরা আপনাকে বলি যে, আস-সালাম শিক্ষা কেন্দ্র গুমানী, একটি অত্যন্ত সক্রিয় এবং গতিশীল ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে, আবু বকর সিদ্দিক কলেজ গুমানি, সাহেবগঞ্জ, ঝাড়খন্ড মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান।

বিগত বছরগুলিতে, কলেজটি অনেক ক্ষেত্রে উন্নতির পতাকা তুলেছে। দৃঢ় সিলেবাস, পরিশ্রমী শিক্ষক এবং বলিষ্ঠ শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে এখানকার শিক্ষার্থীরাও অনেক মেধাবী হয়ে উঠছে, এখন এখানকার শিক্ষার্থীরাও সৌদি আরবের মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে। এই আনন্দের মুহূর্তে কলেজের ডিন খায়রুল ইসলাম মাদানী আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন এবং ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং আস-সালাম শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালক ডঃ আকিল আক্তার, ড. মুয়েদ মাদানী, ডাঃ শিফাউর রহমান মাদানী, শায়খ আমিরুল ইসলাম মাদানী এবং অন্যান্য সকল শিক্ষক ও কলেজ ব্যবস্থাপনাকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আরও বলেন, সকলের কঠোর পরিশ্রমের ফলে কলেজটি মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয়েছে।

পুকুর শুকতেই সোনার গহনা খোঁজার হিড়িক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বর্ধমান

আপনজন: পুকুরে জল শুকতেই এলাকার মানুষজনের সোনার গহনা খোঁজার হিড়িক । এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় । পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের কামারপাড়ায় রয়েছে মুঘল আমলের একটি পুকুর রয়েছে। যে পুকুরটি দেবত্ব পুকুর হিসাবে এলাকায় পরিচিত। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ১৮২৫ সালে পুকুরটিকে সংস্কার করার জন্য পুনরায় খনন করেন কামারপাড়ার রাণী আরম্বা রানী সুন্দরী ।এ যাবৎ পুকুরের জল কখনো শুকায়নি বলে দাবি এলাকাবাসীদের।বেশ কয়েকবার ওই পুকুরের জল শুকানোর চেষ্টা করেছিল স্থানীয়রা ।তবে কাজ হয়নি কিছুই ।

অবশেষে ১৬ দিনের চেষ্টায় সেই পুকুরের জল শুকায় মঙ্গলবার । আর পুকুরের জল শুকনো হতেই এলাকার মানুষ অবাক হয়েছেন। পাশাপাশি এলাকার মানুষজনদের সোনার গহনা খোজার হিড়িক পড়ে যায় পুকুর চত্বরে।কারণ হিসাবে জানা যাচ্ছে, পুকুরটি ছিল দেবত্ব ।তাই বহু মানুষ এই পুকুরে মানত করে সোনার গহনা জলে ফেলতেন।তবে এলাকার একজন ব্যক্তিই এখনো পর্যন্ত সোনার জিনিস পেয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। বাকিরা অমূল্য রতন খোঁজার নেশায় বুদ হয়ে পুকুরের মাটি খোঁড়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ওটা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন। ওই পুকুরের পাড়ে এখন মানুষের ভিড় অমূল্য রতন পাওয়ার সন্ধানে।

দিঘা হাওড়া রোড়ে বাস লরি সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কাঁথি

আপনজন: রাজ্য সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, যাত্রীবাহি বাসের সাথে লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ,আহত একাধিক বাস যাত্রী সহ একাধিক মহিলা ও শিশু।ঘটনাস্থলে স্থানীয় বাসিন্দারা আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যায় হাসপাতালে।ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ললাট জনকা রোডে আড়গোয়াল বাস স্ট্যান্ডের কাছে। স্থানীয়দের দাবি বাসটি হাওড়া থেকে দিঘা যাচ্ছিল তখনই আড়গোয়াল বাজারে একটি লরি সামনাসামনি এসে ধাক্কা মারে। ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাসটি। ছুটে আসে স্থানীয়রা,তারই মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত বাস থেকে নেমে পড়ে একাধিক যাত্রী। আহত বেশ কয়েকজন যাত্রীকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে।

বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে শিবির বিএসএফের

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদার নারায়ণপুর বিএসএফের ১২ নম্বর ব্যাটেলিনের উদ্যোগে বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে হবিবপুরের ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে আশরাফপুর বিএসএফ ক্যাম্পে অনুষ্ঠিত হল এক সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান। এই সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালদা নারায়নপুর ১২ নম্বর বিএসএফ ব্যাটালিয়ন সিও শ্রী দিল বাগ সিং, ১২ নম্বর ব্যাটেলিয়ান বিএসএফ টু আই সি এন পি নেগী এবং ঋষিপুর অঞ্চলের প্রধান শান্তি শিকদার সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বিএসএফদের আয়োজিত সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠানে সীমান্তবর্তী এলাকার দুঃস্থ মানুষদের শীতের কম্বল, সেলাই মেশিন ও মশারি বিতরণ করা হয়।

মাত্র দেড় মাসেই অপরাধ দমনে নজির মঙ্গলকোটের আইসি-র

পারিজাত মোল্লা ● মঙ্গলকোট

আপনজন: লোকসভা নির্বাচন আবহে রাজ্যের সিংহভাগ থানার ওসি /আইসি বদলী হয়েছেন ভিন জেলায়।পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট তার ব্যতিক্রম নয়। মঙ্গলকোট মানেই রাজনৈতিক হানাহানি - অশান্তির আঁতুড়ঘর যেন। 'গা ছমছম, কি হয় কি হয়....'।বছর খানেক আগে মঙ্গলকোটের লাখুড়িয়া অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি অসীম দাস গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন হয়েছেন।সেই মামলার তদন্তভার রয়েছে রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডির হাতে।ঠিক এহেন মঙ্গলকোটে গত ফেব্রুয়ারিতে হুগলির চন্দননগর থেকে আইসি পদে আসেন পুলিশ অফিসার মধুসূদন ঘোষ মহাশয়। দায়িত্বভার গ্রহণের মঙ্গলকোটে মাত্র দেড় মাসেই ধারাবাহিক অপরাধ দমনে নজির গড়েছেন তিনি।চোরাই চার চাকা গাড়ি মাত্র ঘন্টা ছয়েকের ব্যবধানে উদ্ধার করা থেকে প্রাচীন দুস্প্রাপ্য মূর্তি উদ্ধার। আবার সোনার দোকান লুটের উদ্দ্যেশ্যে রেইকি করতে আসা ওড়িশার সশস্ত্র দুস্কৃতি কে সঙ্গীসহ গ্রেপ্তার করা থেকে বিপুল অস্ত্রশস্ত্র আটক করা। অজয় নদের বালিলুট রুখতে ১২ এর বেশি লরি/ট্রাক আটক করা। এর পাশাপাশি ভিন জেলা এমনকি ভিন রাজ্য থেকে এলাকার অপহৃত সাবালিকা - নাবালিকাদের উদ্ধার করে নিম্ন আদালতের মাধ্যমে তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া। এইবিধ ঘটনা গুলি মঙ্গলকোট পুলিশের সাম্প্রতিক সময়কালের সাফল্য বলা যায়। এই পুলিশ অফিসার ভিন জেলা থেকে এসে নুতন জেলায় মঙ্গলকোটের মত এলাকা কে অপরাধ দমনে যেভাবে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন,তাতে তাঁর সাহসীকতার পরিচয় বলে পুলিশ মহল মনে করছে। ইসলামিক জলসা থেকে কীর্তনগানের আসরে গিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মেলবন্ধন কে অটুট রাখতে এলাকাবাসীদের আহবান জানানো স্থানীয়দের হৃদয়ে নবাগত আইসি মধুসূদন ঘোষ কে ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে গেছে বলে জানা গেছে । অপরাধ দমনে ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করা যাক,ঘটনা এক, গত ২০ ফেব্রুয়ারি সকালে আউশগ্রামের শিরীষতলা, গুসকরা স্টেশন রোড থেকে একটি বোলেরো পিকআপ গাড়ি চুরি যায়।। অতঃপর মঙ্গলকোট থানার পুলিশ সোর্স মারফত খবর পেয়ে গাড়িটিকে মঙ্গলকোটের মল্লিকপাড়া থেকে উদ্ধার করা হয়। এছাড়াও ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুই অভিযুক্ত কে গ্রেফতার করে পুলিশ । এইভাবে মঙ্গলকোট থানার পুলিশ ঘটনা ঘটার মাত্র ছয় ঘন্টার মধ্যে চুরি যাওয়া গাড়ি উদ্ধার করে এবং অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে । ঘটনা দুই, মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত চক গ্রামের এক বাসিন্দা মঙ্গলকোট থানায় অভিযোগ করে যে তার নাবালিকা মেয়েকে রায়গঞ্জ নিবাসী এক ব্যক্তি ফুসলে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। এই অভিযোগ পাওয়া মাত্র মঙ্গলকোট থানার পুলিশ অতি তৎপরতার সাথে নির্দিষ্ট ধারায় কেস রুজু করে তদন্তে নামে । এবং বিভিন্ন টেকনিক্যাল ইনপুট কে কাজে লাগিয়ে গত ২১ ফেব্রুয়ারিতে তারিখ রায়গঞ্জ থেকে ওই নাবালিকা মেয়েটিকে উদ্ধার করে থাকে। পরবর্তীতে আদালতের মাধ্যমে তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত বারুলিয়া গ্রামের এক বাসিন্দা মঙ্গলকোট থানায় অভিযোগ করে তার সাবালিকা মেয়েকে কোন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি ফুসলে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে অপহরণ করে নিয়ে গেছে এবং বিহারের কোন এক জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে বলে অভিযোগ দায়ের করে । অভিযোগ পাওয়া মাত্রই মঙ্গলকোট থানার পুলিশ অতি তৎপরতার সাথে নির্দিষ্ট ধারায় কেস রুজু করে তদন্তে নামে এবং গত ১৫ মার্চ বিহার থেকে উদ্ধার করে আদালতের মাধ্যমে তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনা তিন, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণপূর্ব মঙ্গলকোটের পিণ্ডিরা গ্রামের মাঠ থেকে শতাব্দী প্রাচীন গুপ্ত যুগের বিষ্ণু মূর্তি সাথে বহু পুরাতন এক শিবলিঙ্গও উদ্ধার করে মঙ্গলকোট থানার পুলিশ।

কারোর নির্দেশে বেআইনি কাজ নয়, ইঞ্জিনিয়ারদের সতর্কতা ফিরহাদের

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: কোন নেতা, কেউকেটা,বা মন্ত্রী বা কারোর বেআইনি কোন কথা শুনবেন না। আমরা যারা জনপ্রতিনিধি তারা পাঁচ বছরের জন্য থাকি তারপর চেঞ্জ হয়ে যাই। যারা আধিকারিক আছেন তাদের ফুল টার্ম থাকতে হবে। কোন অনৈতিকতার কাছে মাথা নত করবেন না। এমন কোন কাজ করবেন না, যাতে ওই কাজের মাশুল হিসাবে একজন মানুষেরও প্রাণ যায়। বুধবার কলকাতা পুরসভায় ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে গার্ডেনরিচ কান্ডের পর বৈঠকে বসে এরকমই কড়া নির্দেশ দেন ফিরহাদ হাকিম। বৈঠকে মেয়র আরোও বলেন,অতি শীঘ্রই কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকদের কাজের সুবিধার্থে একটি অ্যাপস ব্যবস্থা শুরু হতে চলেছে। এর মাধ্যমে প্রতিটি এলাকার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়াররা বিভিন্ন এলাকা ভিজিট করুন। সেখানে বেআইনি কিছু চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে তার লোকেশন এবং ছবি তুলে সংশ্লিষ্ট এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে পাঠিয়ে দিন। এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সংশ্লিষ্ট এলাকার পুলিশ স্টেশনে এফআইআর করুন। এরপর তা কলকাতা পৌরসভার বিল্ডিং বিভাগের ডিজি 'র কাছে পাঠিয়ে দিন। ডিজি সংশ্লিষ্ট বিষয়টি তৎক্ষণাৎ পুর কমিশনারের নজরে আনবেন। কমিশনার পুলিশের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন।

বেআইনি নির্মাণ দেখলেই তৎক্ষণাৎ তা ভেঙে দিন। এতদিন এমনটা হয়েছে এমনটাই চলে আসছে। এ তত্ত্বে বিশ্বাস করবেন না। আইন ও নিয়ম মেনে কাজ করুন। আইন সকলকেই মানতে হবে।

শহর কলকাতার কোন কোন অঞ্চলে কতগুলি বেআইনি নির্মাণ রয়েছে তা চিহ্নিত করে অবিলম্বে ভাঙ্গার ব্যবস্থা করতে হবে, স্পষ্ট নির্দেশ মেয়রের। মাধ্যমে তাঁকে বরণ করে নেন।

কঠিন সময়ে পড়ুয়াদের মাথা ঠান্ডা রাখার দিশা দেখালেন বিজ্ঞানী রমেন্দ্র

গৈরিক সাহা ● ডানকুনি

আপনজন: যেকোনো আবিষ্কারের গল্প শুনতে সকলেরই ভালো লাগে। তবে সেই গল্প যদি খোদ আবিষ্কারকের থেকে শোনা যায় তাহলে তাঁর গুরুত্ব বহুগুণ বেড়ে যায়। এমনই এক মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে রইল পাঠভবন ডানকুনির ছাত্র-ছাত্রীরা। সোমবার বিদ্যালয়ে এসে নিজের আবিষ্কারের গল্প শোনালেন বিজ্ঞানী ড: রমেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, যার ঝুলিতে রয়েছে এমন ৩৫টি আবিষ্কার যেগুলি পেয়েছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। এদিনের ওই সেমিনারে মূলত দশম ও একাদশ শ্রেণীর পড়ুয়ারা উপস্থিত ছিল। শুরুতেই তাঁকে উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেন বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক ড: দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। পাশাপাশি তাঁকে, বিদ্যালয়ের 'সুকুমার মেলার' স্মৃতি স্বরূপ একটি কফি-কাপ উপহার দেওয়া হয়। এরপর উপস্থিত পড়ুয়ারা বিদ্যালয়ের রীতি অনুসারে, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মাধ্যমে তাঁকে বরণ করে নেন। শুরু হয় সেই বহু প্রতীক্ষিত সেমিনার। প্রথমেই ছাত্রছাত্রী দেখে দেখালেন পকেট ভেন্টিলেটর। কোভিড মহামারীর ভয়াবহতার কথা সকলের স্মৃতিতে এখনও টাটকা। সেই কোভিড মোকাবিলায়, দেহে অক্সিজেনের মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি করতে পারে এই যন্ত্র। নাম থেকেই স্পষ্ট এই জিনিস যেকোনো স্থানে পকেটে করেই নিয়ে যাওয়া সম্ভব। পাশাপাশি চিকিৎসক দের জন্য ডিজাইন করেছিলেন এমন এক রোবট যা রোগীর শুশ্রূষায় সহোযোগিতা করবে। পাশাপাশি লাই ডিটেকটর, ওপেক অ্যানালাইজার, মাইক্রো প্লাস্টিক ডিটেকটর, মাইক্রো ইসিজি মেশিন, ফিঙ্গার প্রিন্ট স্ক্যানার সহ একাধিক যন্ত্র দেখান তিনি। পোর্টেবল মাল্টিপারপাস মাইক্রোস্কোপ তৈরির নেপথ্য কাহিনী শুনে অনুপ্রাণিত হয় পড়ুয়ারা। পাশাপাশি তার আবিষ্কৃত মাইক্রো মাইক্রোস্কোপে পোস্তদানা, মশা, পাখির ডানার অংশ ইত্যাদি কেমন দেখায় তা দেখে অভিভূত সকলে। তিনি প্রায় ১২ টি মাইক্রো মাইক্রোস্কোপ এনেছিলেন। পড়ুয়ারা সরাসরি ব্যবহার করে দেখেছে। ওইগুলি ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে যান তিনি।

জোটের পঞ্চায়েত প্রধান বিধায়কের হাত ধরে তৃণমূলে এলেন

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: বাম কংগ্রেস সমর্থিত ধুলাউড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও এক মেম্বার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান বিধায়ক সৌমিক হোসেন এর হাত ধরে বুধবার বিকেলে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ডোমকল মহকুমা জুড়ে বেশ ভালো ফল করেছিল বাম কংগ্রেস একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত দখল নিয়েছিল তারা। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে সমস্ত বাম কংগ্রেস সমর্থিত জয়ী প্রার্থীরা তৃণমূল কংগ্রেসে নাম লেখাতে শুরু করেছে। এবার বাদ গেলনা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বুধবার বিকেলে মুর্শিদাবাদ জেলার রানীনগর বিধানসভার এবং ডোমকল ব্লকের ধুলাউড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এর সিপিআইএমের প্রধান পিঞ্জুরা বিবি ও মেম্বার সেলিনা বিবি রাণীনগরের তৃণমূলের বিধায়ক সৌমিক হোসেনের হাত থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা ধরে যোগদান করলেন তৃণমূলে।বিধায়ক বলেন মমতা বন্দোপাধ্যায়ের যে উন্নয়ন গোটা রাজ্য জুড়ে সেই উন্নয়নের শরিক হতেই ধুলাউড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও এক মেম্বার তৃণমূলে যোগদান করলেন।আগামী লোকসভা নির্বাচনে আরো ভালো ফল করবে এই অঞ্চল বলে আশাবাদী বিধায়ক সৌমিক হোসেন।সদ্য যোগদান কারি প্রধান পিঞ্জুরা বিবি বলেন দলের নেতৃত্বরা কোনো কাজ করতে দিচ্ছিলেন না সেই জন্য সিপিআইএম দল ছেড়ে মমতা বন্দোপাধ্যায়ের উন্নয়নে কাজ করতে তৃণমূলে যোগদান করলাম ।আগামীতে অঞ্চলের উন্নয়ন মূলক কাজ করবো বলেও তিনি জানান।

জনসংযোগ যাত্রা শুরু মথরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীর

বাবলু প্রামানিক ● মথুরাপুর

আপনজন: লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে বুধবার সকালে বৃষ্টি উপেক্ষা করে চলছে তৃণমূলের নির্বাচনী জনসভা,মন্দির বাজার বিধানসভার লক্ষীনারায়নপুর উত্তর গ্রাম পঞ্চায়েতের মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের পার্থি বাপি হালদারের সমর্থনে নির্বাচনী পদ যাত্রা হয়, তবে বুধবার সকাল থেকে আকাশ মেঘলা থাকলেও সেই বৃষ্টি উপেক্ষা করে মথুরাপুর লোকসভার প্রার্থী বাপি হালদারের সমর্থনে চলে নির্বাচনী পদযাত্রা ও প্রচার।

লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে লক্ষীনারায়ণপুর উত্তর গ্রাম পঞ্চায়েতে ধর্মরাজ মন্দিরে পূজা দিয়ে জনসংযোগ যাত্রা শুরু করলেন মথরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সকলের প্রিয় মথুরাপুরের ভূমিপুত্র মাননীয় বাপি হালদার। তিনি লক্ষীনারায়নপুরের বিভিন্ন গ্রামগুলিতে পায়ে হেঁটে ঘুরে এলাকার মানুষের সাথে কথা বলেন, তাদের আশীর্বাদ ও ভালোবাসা নিতে নিতে তাদের কাছে আবেদন করেন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের মমতা ব্যানার্জিকে বিপুল ভোটে জয়ী করার জন্য।

স্বামীর প্রেমিকাকে ডেকে থেঁতলে খুন

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: স্বামীর প্রেমিকাকে বাড়িতে ডেকে থেঁতলে খুন করার অভিযোগ উঠল স্ত্রীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি বীরভূমের ময়ুরেশ্বর থানার বেজা গ্রামে। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্ত স্ত্রীকে।

বীরভূমের ময়ূরেশ্বর থানার বেজা গ্রামের বুদ্ধদেব মণ্ডলের সঙ্গে গ্রামেরই প্রতিমা দাস নামে এক মহিলার প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল। বুদ্ধদেব মণ্ডলের স্ত্রী পলি মণ্ডল সেই সম্পর্কের বিষয়টি জানতে পারেন। আজ বিকেলে পলি মণ্ডল তার নিজের বাড়িতে স্বামীর প্রেমিকা প্রতিমা দাসকে ডাকেন। এরপর তাকে ভারি বস্তু দিয়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করে। তাতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় প্রতিমা দাসের। বিষয়টি জানাজানি হতেই গ্রামবাসীরা পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ময়ুরেশ্বর থানার পুলিশ। পুলিশ গ্রামে পৌঁছতেই মৃতদেহ তুলতে বাধা দেন গ্রামবাসীরা । গ্রামবাসীদের দাবী খুনের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার করতে হবে। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিভিন্ন থানা থেকে পুলিশ পৌঁছায় গ্রামে। নামানো হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। পরে অভিযুক্ত পলি মন্ডলকে গ্রেপ্তার করা হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আসে। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

প্রার্থীর সমর্থনে জনসংযোগে মন্ত্রী পুলক রায়

সুরজীৎ আদক ● আমতা

আপনজন: উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সাজদা আহমেদের সমর্থনে বুধবার উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আমতায় প্রার্থীর সমর্থনে এক সাংগঠনিক সভা, জনসংযোগ ও ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে দলের প্রার্থী সাজদা আহমেদ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পূর্ত,জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায়, বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি, উলুবেড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস, উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিমল দাস, সহ-সভাপতি সেখ ইলিয়াস,সুরজীৎ মণ্ডল প্রমুখ।

শ্যামপুরে চোলাই মদ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● শ্যামপুর

আপনজন: শ্যামপুর এলাকায় বহাল তবিয়তে চলছিল চোলাই তৈরির কারবার!গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিপুল পরিমান এই চোলাই তৈরী রুখলো আবগারি দফতর। ফলে ভোটের আগে এই অভিযান আবগারি দফতরের বড়সড় সাফল্য বলা চলে। জানা গিয়েছে, শ্যামপুর এলাকা থেকে অভিযান চালিয়ে প্রায় ছয় লক্ষ টাকার চোলাই ও চোলাই তৈরির সামগ্রী নষ্ট করল আবগারি দফতর।গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শ্যামপুর থানার ওসি প্রশান্ত বিশ্বাসের নেতৃত্বে বুধবার শ্যামপুর থানা এলাকার কমলপুর আশা ব্রিক ফিল্ড এলাকায় অভিযান চালায় আবগারি দফতর।অভিযানে নেমে বিপুল পরিমাণ মদ তৈরীর সামগ্রী হদিস পায় আবগারি দফতর। কোথাও মাটির নিচে, কিংবা কোথাও পুকুরের তলায় লুকিয়ে রাখা ছিল চোলাই ও চোলাই তৈরির সামগ্রী। সেগুলিকে উদ্ধার করে নষ্ট করা হয়েছে বলেই সূত্রের খবর। ঘটনায় আবগারি দফতরের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন,'আবগারি দফতর দফায় দফায় ওই এলাকা গুলিতে অভিযান চালায়,তবে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মোতাবেক বুধবার শ্যামপুর এলাকা থেকে ১,১০০ লিটার চোলাই ও চোলাই তৈরির সামগ্রী উদ্ধার করে। জানা গেছে হোলি উপলক্ষ্যে ওই চোলাই মজুত করা হয়েছিল। নদীপথ পেরিয়ে ডায়মন্ডহারবারে চোলাই পাচার করা হত।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ডোমকল

আপনজন: আবারো আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার মুর্শিদাবাদের ডোমকলে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে আটক করেন ডোমকল থানার পুলিশ। আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের পর তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং এক রাউন্ড গুলি। ঘটনায় আটক করা ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে ডোমকল থানার পুলিশ এবং ধৃতকে বুধবার সকালে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে জেলা আদালতে পাঠানো হয়েছে। একদিকে যেমন জোর কদমে চলছে ভোট প্রচার, অন্যদিকে বোম এবং আগ্নেয়অস্ত্র উদ্ধার চলছে জেলা জুড়ে।

দাওয়াত

الدعوة

- রোজার তাৎপর্য, ইতিহাস ও উদ্দেশ্য
- ইফতারে খেজুরের গুরুত্ব
- রমজানে অভাবীদের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিদান
- ধারাবাহিক: মুহাম্মদ সা.: অনন্য হয়ে ওঠার রোলমডেল

আপনজন ■ বৃহস্পতিবার ■ ২১ মার্চ, ২০২৪

রোজার তাৎপর্য, ইতিহাস ও উদ্দেশ্য

ফেরদৌস ফয়সাল

বছরের বিভিন্ন সময়ে রোজা রাখলেও কেবল রমজান মাসের রোজা পালন করা ফরজ। রোজা কেবল উম্মতে মুহাম্মাদ জন্য ফরজ নয়, বরং তা অতীত নবী-রাসুলদের উম্মতদের জন্যও ছিল। কিন্তু রোজার সময়, পদ্ধতি ও ধারা ভিন্ন ছিল।

রোজা ফারসি শব্দ, অর্থ উপবাস থাকা। কোরআন-হাদিসে এটিকে সিয়াম বলে। রোজা শব্দটিই প্রচলিত। সাওম বা সিয়াম শব্দের অর্থ বিরত থাকা। শরিয়তের পরিভাষায়, সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাওয়া, পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকাকে সাওম, সিয়াম বা রোজা বলে।

কোরআন যে আয়াতটির মাধ্যমে রোজা ফরজ হয়, সেটিতেই ইঙ্গিত রয়েছে যে পূর্ববর্তী জাতি-গোষ্ঠীর জন্য রোজা ফরজ ছিল। আল্লাহ বলেন, ‘হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের জন্য সিয়াম (রোজা) বিধান দেওয়া হলো, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদের দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পারো।’ (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৮৩)। আদম (আ.)-এর সময় আইয়ামে বিজ বা প্রতি চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ রোজা রাখতে হতো। ‘আইয়ামে বিজ’ অর্থ শুভ্রতার দিনসমূহ। আদম ও হাওয়া (আ.) জান্নাতে থাকাকালে নিষিদ্ধ ফল খেয়ে ফেলায় তাঁদের গায়ের রং কালো হয়ে যায়। তাই ফেরেশতারা তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাঁরাও তওবা করেন। ফলে তাঁদের গায়ের রং সাদা ও সুন্দর হয়। এরপর আল্লাহ আদম (আ.) ও তাঁর উম্মতকে প্রতি মাসে তিনটি করে রোজা রাখার নির্দেশ দেন। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ‘মহানবী (সা.) আইয়ামে বিজের সিয়াম পালন করতেন।’ (নাসায়ি)

নুহ (আ.)-এর যুগেও রোজা পালন করা হতো। মহানবী (সা.) বলেন, ‘নুহ (আ.) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা ছাড়া গোটা বছর রোজা রাখতেন।’ (ইবনে মাজাহ)।

মহানবী (সা.) আরও বলেন, ‘নুহ (আ.)-এর যুগ থেকে প্রতি মাসে তিনটি করে রোজা ছিল।’ (ইবনে কাসির)

মুসা (আ.)-এর উম্মতের জন্য আশুরার রোজা ফরজ ছিল। মহানবী (সা.) মদিনায় আসার পর ইহুদিদের আশুরার রোজা পালন করতে দেখে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তারা বলল, ‘এটি এক শুভ দিন। এই দিনে আল্লাহ বনি ইসরাইলকে তাদের শত্রু থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। ফলে মুসা (আ.) আল্লাহর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ওই দিনে রোজা রাখেন।’ এ কথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, ‘তাহলে আমি হজরত মুসা (আ.)-এর অনুসরণে তোমাদের তুলনায় বেশি হকদার।’ (বুখারি)। এরপর মহানবী (সা.) আশুরার রোজা রাখেন এবং সাহাবিদের রোজা রাখার নির্দেশ দেন। এরপর রমজানের রোজা ফরজ হলে আশুরার রোজা নফলে পরিণত হয়। দাউদ (আ.) বছরে ছয় মাস রোজা রাখতেন আর ছয় মাস রোজা রাখতেন না। মহানবী (সা.) বলেন, ‘আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় রোজা হলো দাউদ (আ.)-এর রোজা। তিনি এক দিন রোজা রাখতেন এবং এক দিন বিনা রোজায় অতিবাহিত করতেন।’

ঈসা (আ.)-এর উম্মতের সময়েও রোজার প্রচলন ছিল। ঈসা (আ.)-এর যখন জন্ম হয়, তখন লোকজন তাঁর মা মরিয়মকে তাঁর জন্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, ‘আমি করুণাময়ের উদ্দেশ্যে রোজা পালনের মানত করেছি। তাই আজ আমি কিছুতেই কোনো মানুষের সঙ্গে কথা বলব না।’ (সুরা মরিয়ম, আয়াত: ২৬)।

ঈসা (আ.) জঙ্গলে ৪০ দিন রোজা রেখেছিলেন। একবার ঈসা (আ.)-এর উম্মতরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘আমরা পাপ আত্মাকে কীভাবে বের করব?’ তিনি উত্তরে বলেছিলেন, ‘দোয়া ও রোজা ছাড়া তা অন্য কোনো উপায়ে বের হতে পারে না।’ জাহিলি যুগের লোকজন আশুরার রোজা পালন করত।

ইবনে ওমর (রা.) বলেন, ‘অন্ধকার যুগের লোকজন আশুরার রোজা পালন করত। রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার আগে মহানবী (সা.) নিজে আশুরার রোজা পালন করেছেন। এরপর যখন রমজানের রোজা ফরজ হয়, তখন মহানবী (সা.) বলেন, ‘আশুরা দিনে যে চায় সে ওই দিন রোজা রাখবে এবং যে চায় সে ওই দিন রোজা পরিহার করবে।’ (বুখারি)

রমজানের রোজা পালন ফরজ করে আল্লাহ বলেন, রমজান মাস, এতে মানুষের পথপ্রদর্শক ও সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মীমাংসারূপে কোরান অবতীর্ণ হয়েছিল। অতএব, তোমাদের মধ্যে য কেউ এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসে অবশ্যই রোজা রাখে। আর যে রোগী বা মুসাফির তাকে অন্য দিনে এ সংখ্যা পূরণ করতে হবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না, যাতে তোমরা নির্ধারিত দিন পূর্ণ করতে পার ও তোমাদের সৎপথে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করতে পার, আর তোমরা কৃতজ্ঞ হলেও হতে পার। (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৮৫)

আয়াতটি দ্বিতীয় হিজরির শাবান মাসে অবতীর্ণ হয়। তারপর ফরজ রোজা চালু হয়।

রমজানে যেসব দোয়া বেশি বেশি করবেন

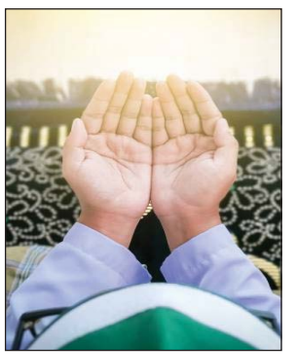

মহান বার্তা নিয়ে মহিমায় হাজির হয়েছে রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস পবিত্র মাহে রমজান।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রসুল সা. আমাদের দোয়া শিখিয়েছেন। রোজার দিন বেশি বেশি ইসতেগফার পড়া। বিশেষ করে ইফতারের আগে আগে বেশি বেশি ইসতেগফার, দরূদ ও দোয়া পড়বেন। - اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَ اَتُوْبُ اِلَيْهِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণ : আসতাগফিরুল্লাহাল আজিম, আল্লাজি লা ইলাহা ইল্লাহু আল-হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম, ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম।

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْئٍ اَنْ تَغْفِرَلِيْ

উচ্চারণ : ‘আলহামদুলিল্লাহি আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা বিরাহমাতিকাল্লাতি ওয়াসিআত কুল্লা শাইয়িন আন তাগফিরলি। ’

অর্থ : ‘সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য; হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে তোমার সর্ববেষ্টিত রহমতের উসিলায় প্রার্থনা করছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। ’ (ইবনে মাজাহ)

রমজান জুড়ে বিশ্বনবির এ দোয়াগুলো বেশি বেশি করা জরুরি। আর তাহলো-

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুওউন, তুহিব্বুল আফওয়া, ফা’ফু আ’ন্নি।

সাইয়্যিদুল ইসতেগফারও পড়া যেতে পারে-

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

উচ্চারণ : ‘আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আনতা খালাক্বতানি; ওয়া আনা আ’বদুকা ওয়া আনা আ’লা আ’হদিকা ওয়া ওয়া’দিকা মাসতাত্বা’তু, আউজুবিকা মিন শাররি মা সানা’তু আবুউলাকা বিনি’মাতিকা আলাইয়া; ওয়া আবুউ বিজামবি ফাগফিরলি ফা ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুজ জুনুবা ইল্লা আনতা। ’

হিজরি সনে রমজান মাসের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ

মুসনাদে আহমদ

আরবি হিজরি সনের ১২ মাসের মধ্যে রমজান মাসের রয়েছে বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদা। এই মাসেই পবিত্র কোরআনুল কারিম অবতীর্ণ হয়েছে। আর এই মাসের নামই কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলা বলেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

উচ্চারণ: ‘শাহরু রামাদা-নাল্লাযীউনঝিলা ফীহিল কুরআ-নু হুদাল লিন্না-সি ওয়া বাইয়িনা-তিম মিনাল হুদা-ওয়াল ফুরকা-নি ফামান শাহিদা মিনকুমুশশাহরা ফালইয়াসুমহু’।

অর্থ: ‘রমজান মাস, যে মাসে বিশ্বমানবের জন্য পথ প্রদর্শন এবং সু-পথের উজ্জ্বল নিদর্শন এবং হক ও বাতিলের প্রভেদকারী কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সেই মাসে (নিজ আবাসে) উপস্থিত থাকে সে যেন সিয়াম পালন করে’। (সূরা: বাকারা, আয়াত: ১৮৫)

রমজান মহিমান্বিত রাত লাইলাতুল কদরের মাস। ক্ষমা মাগফিরাত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাস এটি। হাদিসে এ মাসের অনেক ফজিলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। এ মাসে রোজা রাখার প্রতিদান আল্লাহ নিজেই দেবেন এবং রোজাদারদের বিশেষ দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এ মাসে ওমরাহ করলে নবীজির সঙ্গে হজ পালনের সওয়াব পাওয়ার কথাও হাদিসে এসেছে। উপরোক্ত সব ফজিলতের পাশাপাশি রমজানে মুসলমানদের এমন ৫টি বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে, যা আগের কোনো জাতিকে দান করা হয়নি।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘রমজানে আমার উম্মতকে এমন ৫টি বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে, যা আগের কোনো উম্মতকে দান করা হয়নি। (তা হলো), (এক) রোজাদারের মুখের (উপবাসজনিত) দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশকের ঘ্রাণের চেয়েও প্রিয়। (দুই) রোজাদারের জন্য ফেরেশতাগণ ইফতারের সময় পর্যন্ত মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে। (তিন) (রমজান মাসের) প্রতিদিন আল্লাহপাক রোজাদারের জান্নাতকে সুসজ্জিত করেন। এরপর আল্লাহ তাআলা (জান্নাতকে সম্বোধন করে) বলেন, ‘অতিসত্বর আমার নেকবান্দারা নিজেদের পার্থিব জীবনের কষ্ট-ক্লেশ থেকে মুক্ত হয়ে তোমার কাছে আসবে’। (চার) এ মাসে অবাধ্য শয়তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয়। ফলে অন্যান্য মাসে তারা যেসব মন্দ কাজ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারত, এ মাসে সে পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। (পাঁচ) রমজানের সর্বশেষ রাতে রোজাদারদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! সে রাত কি শবে কদর’? রাসূল (সা.) উত্তরে বললেন, ‘না, বরং নিয়ম হলো মজদুরকে কাজের শেষে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়’।

রমজানে আল্লাহর জিকির করবেন যেভাবে

মুহাম্মদ মর্তুজা

নিজেকে সব ধরনের গুনাহ থেকে পরিশুদ্ধ করে নেওয়ার মাস পবিত্র মাহে রমজান। এ মাস পেয়েও যে ব্যক্তি নিজের গুনাহ মাফ করাতে পারল না, তার চেয়ে হতভাগ্য আর কে হতে পারে। নবীজি (সা.) বলেছেন, ভূলুণ্ঠিত হোক ওই ব্যক্তি, যে রমজান মাস পেল অথচ তার গুনাহ মাফ হয়ে যাওয়ার আগেই তা পার হয়ে গেল। তাই মুমিনের উচিত, পবিত্র মাহে রমজানের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা।

ইবাদতে গুরুত্ব দেওয়া। অধিক পরিমাণ নামাজ ও তিলাওয়াতের পাশাপাশি বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করা, ইস্তিগফার করা। কারণ আল্লাহকে বেশি পরিমাণ স্মরণ করলেও বান্দা গুনাহমুক্ত হয়। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ... আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, তাদের জন্য আল্লাহ মাগফিরাত ও মহাপ্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।

(সুরা : আহযাব, আয়াত : ৩৫)

জিকির এমন একটি ইবাদত, যা করতে কোনো কষ্ট নেই, কিন্তু এর মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের অফুরন্ত কল্যাণ অর্জন করা যায়। (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, যে লোক বলে ‘সুবহানাল্লাহিল আজিম ওয়াবিহামদিহী’ (আমি মহান আল্লাহ তাআলার প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা ঘোষণা করছি) জান্নাতে তার জন্য একটি খেজুরগাছ লাগানো হয়। (তিরমিজি, হাদিস : ৩৪৬৫)

সুবহানাল্লাহ। জান্নাতি গাছ কতটা বিস্তৃত হতে পারে, তার কিছুটা ধারণা নবীজি (সা.)-এর একটি হাদিসে পাওয়া যায়।

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, জান্নাতে এমন একটি গাছ আছে কোনো আরোহী যার ছায়াতলে শত বছর ধরে চলতে থাকলেও তা অতিক্রম করতে পারবে না। (তিরমিজি, হাদিস : ৩২৯৩)

গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড বুকের তথ্য মতে, ২০০৮ সালের ১৪ মে ব্রু নামক একটি ঘোড়া যুক্তরাষ্ট্রের পেন ন্যাশনাল রেস কোর্সে ঘণ্টায় ৪৩.৯৭ মাইল গতিতে দৌড়ানোর রেকর্ড করেছে। যদি ঠিক এমন একটি ঘোড়া নিয়ে কোনো অশ্বারোহী একই গতিতে বিরামহীনভাবে চলতে পারত, তাহলে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে তার কত দিন লাগত? চলুন সেই হিসাবটা আগে বের করার চেষ্টা করি।

স্পেস ডটকমের তথ্যমতে, পৃথিবীর নিরক্ষীয় পরিধি হলো ২৪ হাজার ৯০১ মাইল (৪০,০৭৫ কিমি)। যদি আমরা ২৪ হাজার ৯০১ মাইলকে ৪৩.৯৭ মাইল দিয়ে ভাগ করি, তাহলে ফলাফল আসে ৫৬৬.৩১।

তার মানে বিশ্বের সর্বোচ্চ গতির রেকর্ডকারী ঘোড়া ব্রুর মতো কোনো তেজি ঘোড়া যদি বিরামহীনভাবে তার সর্বোচ্চ গতিতে ছোটে, তাহলে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে তার সময় লাগবে ৫৬৬.৩১ ঘণ্টা বা ২৩.৫৯ দিন। বলা যায় প্রায় ২৪ দিন, যা পুরোপুরি এক মাসেরও সমান হয় না। তাহলে ব্রুর মতো একটি তেজি ঘোড়া যদি লাগাতার ১০০ বছর একই গতিতে ছুটতে পারত, তাহলে সে কত মাইল পাড়ি দিতে পারত? এর জন্য প্রথমে আমাদের এক দিনের হিসাব বের করতে হবে। ব্রুর মতো তেজি ঘোড়া যদি ঘণ্টায় ৪৩.৯৭ মাইল পাড়ি দিতে পারে, তাহলে আল্লাহ যদি তাকে ২৪ ঘণ্টা একই গতিতে বিরামহীন চলার শক্তি দিতেন, তাহলে সে ২৪ ঘণ্টায় ১০৫৫.২৮ মাইল যেতে পারত, যা এক বছরে দাঁড়ায় তিন লাখ ৮৫ হাজার ১৭৭.২ মাইলে।

তাহলে ১০০ বছরে এমন একটি ঘোড়া পাড়ি দিতে পারত তিন কোটি ৮৫ লাখ ১৭ হাজার ৭২০ মাইল।

সুবহানাল্লাহ, হাদিসে বলা হয়েছে, কোনো অশ্বারোহী ১০০ বছর পাড়ি দিলেও সেই গাছের ছায়া অতিক্রম করে শেষ করতে পারবে না।

জান্নাতের সেই গাছটি কত বড় হতে পারে তার সঠিক অনুমান করা অসম্ভব। যে জান্নাতের শুধু একটি গাছ এত বড়, সেই জান্নাত জানি কত বড়! এমন অগণিত জান্নাত যিনি তাঁর বান্দাদের জন্য সাজিয়ে রেখেছেন সেই মহান সত্তা জানি কত বড় ও বড়! আল্লাহু আকবার!

মহান আল্লাহ এত বিশাল পুরস্কার দিচ্ছেন মাত্র এক থেকে দুই সেকেন্ডের আমলের বিনিময়ে।

এ তো হলো রমজানের বাইরের ফজিলত। রমজানে এই সওয়াব আরো বহুগুণে বাড়িয়ে দেওয়া হবে। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয়ই রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মৃগনাভির ঘ্রাণ হতেও উত্তম; নিঃসন্দেহে রোজাদার তার প্রবৃত্তি ও পানাহারকে ত্যাগ করে আমার জন্য। তাই রোজা আমারই এবং আমি তার প্রতিদান দেব। প্রতিটি নেকির প্রতিদান ১০ থেকে ৭০০ পর্যন্ত, আর রোজা আমার জন্য, আমিই উহার প্রতিদান দেব। (মুয়াত্তা মালেক : ৬৭৪)

তার মানে রমজানে জিকিরের ফজিলতও বহুগুণে বেড়ে যায়। কয়েক সেকেন্ডে মানুষ অগণিত সওয়াব লাভ করতে পারে। তাই আমাদের উচিত, রমজানের প্রতিটি সেকেন্ডকে মূল্যায়ন করা।

মহান আল্লাহ আমাদের রমজানের পরিপূর্ণ ফজিলত অর্জনের তাওফিক দান করুন। আমিন।

ইফতারে খেজুরের গুরুত্ব

ফয়সাল

ইফতারে খেজুর না থাকলে ইফতারির টেবিলে যেন পূর্ণতা আসে না। খেজুর খেতে যেমন সুস্বাদু, তেমনি খুবই পুষ্টিকর। খেজুরকে প্রাকৃতিক শক্তির উৎস বলা হয়। ভিটামিন, আঁশ, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও জিংকসমৃদ্ধ খেজুর একজন সুস্থ মানুষের শরীরে আয়রনের চাহিদা পূরণ করে। রোজার সময় ইফতারে খেজুর রাখা ভালো। পবিত্র রমজান এলে খেজুরের কদর বেড়ে যায়। রোজাদাররা খেজুর দিয়ে ইফতার করতে পছন্দ করেন। পৃথিবীতে দুই শতাধিক খেজুরের জাত রয়েছে। মরু অঞ্চলেই খেজুর বেশি উৎপাদিত হয়। সৌদি আরবের প্রতিনিধিত্বকারী ফল খেজুর। আরবরা প্রধানত খেজুর ও আরবি কফি দিয়ে আপ্যায়ন করেন। রমজানে ইফতারের প্রধান উপকরণ খেজুর। খেজুরের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ, আকৃতি ও রং; এর মিষ্টতায়ও রয়েছে বৈচিত্র্য। খেজুরকে আরবরা এত গুরুত্ব দেওয়ার কারণ হলো তাঁরা বিশ্বাস করেন, খেজুর দিয়েই মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) ইফতার করতেন। এর ফলে রমজান মাসে খেজুর খাওয়া মুসলিম ঐতিহ্য। মহানবী (সা.)-এর সুন্নত হিসেবে বিশ্বব্যাপী রোজাদাররা এটি পালন করেন।

অভিজাত শ্রেণির খেজুরের মধ্যে মেডজুল, আজওয়া, মরিয়ম– এগুলোর রং উজ্জ্বল বাদামি, প্রায় দেড় ইঞ্চির মতো লম্বা, স্বাদ খুবই মিষ্টি। মরিয়ম বা কালমি মরিয়ম খেজুর একটু গাঢ় বাদামি, প্রায় কালচে রঙের। দেখতে খানিকটা ডিম্বাকৃতির। একটু হালকা বাদামি রঙের সুফরি মরিয়ম।

১. আজওয়া খেজুর সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। এটি মদিনায় বেশি উৎপাদিত হয়। আজওয়া এর স্থানীয় নাম 'পবিত্র খেজুর'। কালো বা গাঢ় বাদামি রঙের এই খেজুরের রয়েছে স্বতন্ত্র স্বাদ ও আবেদন। এটি কিছুটা মিষ্টি এবং ভিটামিনে ভরপুর। জামের মতো কালো রঙের আবরণে মোড়ানো ছোট আকারের এই খেজুর অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। অনেক জটিল রোগের প্রতিষেধক রয়েছে মর্মে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

মহানবী (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকালবেলা সাতটি আজওয়া (উৎকৃষ্ট) খেজুর খাবে, সেদিন কোনো বিষ ও জাদু তার ক্ষতি করবে না।' (বুখারি, হাদিস: ৫৪৪৫)

২. খালাস সৌদি আরবের অভিজাত জাতের খেজুর। এটি গাঢ় বাদামি, মিষ্টি গন্ধযুক্ত ডিম্বাকৃতির একটি খেজুর। খালাস খেজুর সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলের খেজুর। আরবের সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রায়ই খালাস খেজুর খেতে দেওয়া হয়।

৩. মিষ্টি মিছরির স্বাদ সুকারি খেজুরের। খুব বেশি মিষ্টি হওয়ায় একে সুকারি বলা হয়। এটি আঁশজাতীয় খাবারের বড় উৎস। খেজুরের এই জাত আরবে বেশ জনপ্রিয়। একে রাজকীয় খেজুর বলা হয়।

৪. সাগাই খেজুরের একটি অংশ নরম এবং অপর অংশ কুঁচকানো ও শুকনা হয়। এর স্বাদ লাল চিনির মতো।

রোজার বরকত থেকে বঞ্চিত যারা

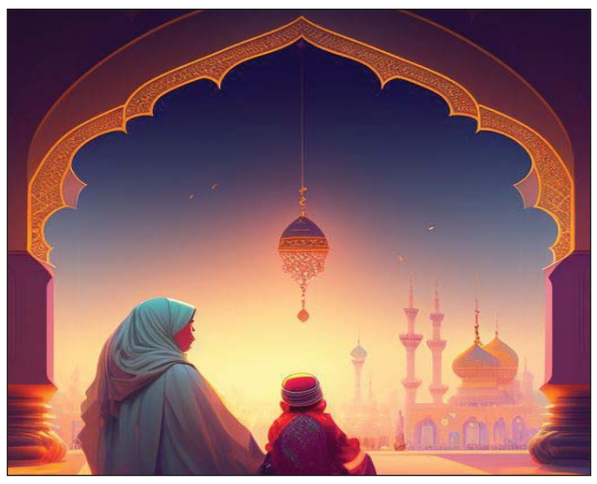

হাবিবা আক্তার

পার্থিব কাজের বিচারে যেমন মানুষকে নানা স্তরে ভাগ করা যায়, তেমনি ইবাদত-বন্দেগির বিচারেও মানুষকে নানা স্তরে ভাগ করা যায়। যেমন রোজা। রোজাদার ব্যক্তির দ্বিনদারি, আত্মিক অবস্থা ও রোজার শিষ্টাচার রক্ষায় আন্তরিকতার বিচারে তাকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়।

রোজাদারের চার স্তর

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে রোজাদার ব্যক্তিদের চার স্তরে বিভক্ত করা যায়।

যেমন–

১. যাদের রোজা নিষ্ফল : যে ব্যক্তি রোজাকে প্রথা-প্রচলনের চেয়ে বেশি কিছু মনে করে না। পরিবার ও সমাজে মুখ রক্ষার জন্য রোজা রাখে। তার রোজা সাহরি ও ইফতারের বাইরে সীমাবদ্ধ থাকে। রোজার শর্ত ও শিষ্টাচার কোনোটাই তার ভেতর পাওয়া যায় না। তারা রোজা রেখেও শরিয়তবিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে না। যেমন–মিথ্যা, পরনিন্দা, প্রতারণা ইত্যাদি মন্দ কাজ করতে থাকে।

এমন ব্যক্তি রোজার মর্যাদা ও বরকত থেকে বঞ্চিত হয়। রোজা তাদের জীবনে কোনো ইতিবাচক ফল বয়ে আনতে পারে না। হাদিসের ভাষায় ক্ষুধা ও পিপাসা ছাড়া তাদের আর কোনো অর্জন নেই। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, কত রোজাদার এমন যাদের রোজা ক্ষুপিপাসা ছাড়া আর কিছুই না এবং কত তাহাজ্জুদ আদায়কারী এমন যাদের তাহাজ্জুদ রাত জাগরণ ছাড়া আর কিছু না। (মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস : ২০১৪)

২. আল্লাহভীরু রোজাদার : যে ব্যক্তি ব্যক্তিগত জীবনে দ্বিনদার এবং যথাসম্ভব কবিরা ও সগিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। রোজা এমন রোজাদারের ভেতর আল্লাহভীতি তৈরি করে। যেন তারা নিম্নোক্ত আয়াতেরই দৃষ্টান্ত–'হে মুমিনরা! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যেন তোমরা আল্লাহভীরু হতে পারো।' (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ১৮৩)

আল্লাহভীতির কারণে রোজাদার ব্যক্তি তার দৈনন্দিন আমলগুলোকে হালাল-হারামের দাঁড়িপাল্লায় মেপে নেয়। এমন রোজাদারের জন্য রোজা ঢালস্বরূপ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, রোজা ঢালস্বরূপ। তোমাদের কেউ যেন রোজা অবস্থায় অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সঙ্গে ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে, আমি একজন রোজাদার। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৯০৪)

৩. আল্লাহর পরিচয় লাভকারীর রোজা : আল্লাহর পরিচয় লাভকারী কামেল ব্যক্তি হলেন যিনি শুধু আল্লাহভীতিই অর্জন করেন না, বরং নিজের প্রবৃত্তির ওপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। এক ব্যক্তি খাজা বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানি (রহ.)-কে তাঁর রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, রোজা হলো নিজের প্রবৃত্তি কামনা করে এমন বস্তু থেকে বিরত থাকা। নিম্নোক্ত আয়াতে তাদের রোজার ফলাফল বর্ণিত হয়েছে, 'পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে জান্নাতই হবে তার আবাস।' (সুরা : নাজিয়াত, আয়াত : ৪০-৪১)

৪. মুশাহাদার স্তরে উপনীত ব্যক্তির রোজা : যে ব্যক্তি মুশাহাদার স্তরে উপনীত হয় সৃষ্টিজগৎ থেকে তার দৃষ্টি সরে গিয়ে মহান আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলিতে আবদ্ধ থাকে। তারা পৃথিবীতে জীবনযাপন করলেও পৃথিবীর সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকে না। সৃষ্টিজগতের ব্যাপারে তারা থাকে অমুখাপেক্ষী। এমন ব্যক্তির রোজা তার ভেতর আল্লাহর নুরই বৃদ্ধি করে এবং রোজা তার জন্য আল্লাহর অধিকতর নৈকট্য লাভের মাধ্যম কেবল। এমন ব্যক্তি সম্পর্কেই হাদিসে বলা হয়েছে, সেই মহান সত্তার শপথ! যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, অবশ্যই রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মিসকের ঘ্রাণের চেয়েও উত্তম। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৯০৪)

রাসুল (সা.) আরো বলেছেন, জান্নাতের রাইয়ান নামের একটি দরজা আছে। এ দরজা দিয়ে কিয়ামতের দিন রোজা পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তারা ব্যতীত আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৮৯৬)

মুহাম্মদ সা.: অনন্য হয়ে ওঠার রোলমডেল

হেশাম আল-আওয়াদি

পূর্ব প্রকাশিতের পর-

মুহাম্মদ সা:-এর নেতৃত্ব থেকে শিক্ষা?

মুহাম্মদ সা:-এর নেতৃত্ব

-মুহাম্মদ সা: দ্রুত মদিনার বাস্তবতা উপলব্ধি করেন এবং এর সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য পরিবর্তন করেন।

-মুহাম্মদ সা: কিছু মুসলিম অভিবাসীকে নিচের দিকে দেখে (যেমন- পরিখা খননের সময়) উপরে থেকে আদেশ দেননি বরং নিজে নির্মাণকাজে যোগ দিয়েছিলেন।

-মুহাম্মদ সা: মদিনার জনগণের মধ্যে অধিকার ও কর্তব্যের ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, যাদের প্রত্যেকেরই শহরের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য দায়িত্ব অর্পণ করে।

-মুহাম্মদ সা: ভুলগুলো নোট করবেন কিন্তু যে ব্যক্তি ভুল করেছে তাকে অতিরিক্ত দোষ চাপাতেন না।

-মুহম্মদ সা: সতর্ক পর্যবেক্ষণ এবং সুনির্দিষ্ট তথ্যের উপর ভিত্তি করে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

-মুহাম্মদ সা: অন্যদেরকে সম্মত করানোর ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন (যেমন ৬২৮ সালে হুদাইবিয়ার চুক্তির আলোচনার সময়)।

আপনার নেতৃত্ব

-পরিবর্তন করার আগে আপনার বাস্তবতা বুঝুন। কি পরিবর্তন করা যায় বা কি করা যায় না তা জানার জন্য এটি করুন।

-উপরে থেকে আদেশ দেবেন না বরং একটি উদাহরণ স্থাপন করুন এবং কাজে যোগদান করুন। আপনি তাদের যা করতে বলছেন তা আপনি নিজেও করুন।

-আপনি যাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন শুধু তাদের ভূমিকা ও দায়িত্বের উপর ফোকাস করবেন না, তাদের মধ্যে মানবিক সম্পর্কও গড়ে তুলুন।

-ভুলের জন্য ক্ষমাশীল হোন এবং কাউকে তিরস্কার বা অপমান করার জন্য আপনি নিজেকে সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন না।

-আপনার কার্যক্ষেত্রের সর্বশেষ তথ্য সম্পর্কে ভালভাবে অবগত থাকুন, যাতে আপনি আপনার নেতৃত্বের প্রতি অন্যদের সম্মান পেতে পারেন।

-আপনি যার সাথে আলোচনা করছেন তার প্রকৃতি জানুন : তার কথা শুনুন এবং তার উদ্বেগ নিয়ে আলোচনা করুন।

নবীজীর মৃত্যু

মুহাম্মদ সা: তাঁর শেষ দিনগুলোতে অনুভব করেছিলেন যে তাঁর শক্তি কমে যাচ্ছে এবং বসে থাকা অবস্থায় তিনি সালাত আদায় করতে শুরু করেন আর শুধুমাত্র অন্যদের সহায়তায় হাঁটতেন।

মুহাম্মদ সা:-এর চাচা, আল-আব্বাস, মুহাম্মদের প্রচণ্ড জ্বর এবং ক্রমাগত মাথাব্যথার বিষয়ে মন্তব্য করে বলেছেন : 'আব্দুল-মুত্তালিবের বংশধরদের যখন যে মারা যাচ্ছে তাদের মুখ কেমন হয় তা আমি ভালো করেই জানি।'

মসজিদে তাঁর চূড়ান্ত খুতবায়, মুহাম্মদ সা: ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তাঁর দিনগুলো গণনার মধ্যে চলে এসেছে এবং যাকে তিনি কখনো আঘাত করতে পারেন তাঁর কাছে তিনি ক্ষমা চান, বলেন : 'যার পিছনে আমি আঘাত করেছি, সেটি আমার পিঠ ছিল।

(ক্রমশ...)

রমজানে অভাবীদের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিদান

এরশাদ হোসেন

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের অনুভবে 'দারিদ্র্যে'র যে মহান রূপ–তা কণ্টকমুকুট শোভিত! তিনি অন্যত্র লিখলেন :

'রোজা এফতার করেছে কৃষক অশ্রু সলিলে হায়,
তীর খাওয়া বুক, ঋণে-বাঁধা-শির, লুটাতে খোদার রাহে।
জীবনে যাদের হররোজ রোজা ক্ষুধায় আসে না নিদ...।'

হাদিসের ভাষায় রমজান সহানুভূতির ('শাহরুল মুওয়াসাত) মাস। সামর্থ্যবানের কর্তব্য মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ অভাবীদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো।

কেননা এ তো গরিবের অধিকার। মহান আল্লাহ বলেন 'তোমাদের সম্পদে রয়েছে মুখাপেক্ষী ও বঞ্চিতদের অধিকার।' (সুরা : জারিয়াত, আয়াত : ১৯)

রমজানের অন্যতম অনুষঙ্গ জাকাত, শোষণ-দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ বিনির্মাণের 'সামাজিক বীমা'। ০২.৫ শতাংশ জাকাতদানে ০৫ শতাংশ হারে দারিদ্র্য হ্রাস সম্ভব। সাধারণত, রমজানেই জাকাত আদায় ও দানের উৎসাহ তৈরি হয়। মহান আল্লাহর নির্দেশ– 'তোমরা সত্কর্ম ও ধর্মভীরুতায় একে অন্যকে সহযোগিতা (প্রতিযোগিতা) করবে...। আর আল্লাহকে ভয় করে চলো।' (সুরা : মায়িদা, আয়াত : ২)

প্রাচুর্যের মোহে মানুষ যতই অস্থির হোক, মানুষের মালিকানা সাময়িক।

সম্পদের প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, 'পরিতাপ প্রত্যেক পশ্চাতে নিন্দুকের জন্য, যে সম্পদ জমা করে, গণনা করে এবং ধারণা করে–এটাই তাকে অমর করবে।' (সুরা : হুমাজাহ, আয়াত : ০১-০৩)

হাদিসে আছে, রমজানে জিবরাইল (আ.) যখন নিয়মিত আসতে শুরু করতেন, তখন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দানশীলতা বহুগুণ বেড়ে যেত। (বুখারি)

রোজাদারের প্রতি সহনুভূতির তাৎপর্য প্রসঙ্গে প্রিয় নবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের পার্থিব কষ্টসমূহের একটি দূর করে দেয়, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার একটি কষ্ট দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো অভাবীর অভাবের কষ্ট লাঘব করে, আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের অভাবের কষ্ট লাঘব করবেন।

...আল্লাহ ততক্ষণ বান্দার সহায়তায় থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সহায়তায় থাকে। (মুসলিম)

প্রিয় নবী (সা.) আরো বলেন, যে ব্যক্তি একজন রোজাদারকে ইফতার করাবে সে তার সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করবে এবং ওই রোজাদারের সওয়াব থেকে বিন্দুমাত্রও কমানো হবে না, আর যে ব্যক্তি রোজাদারকে পেট ভরে খাওয়াবে আল্লাহ তাকে আমার হাউসে কাওসার থেকে এমনভাবে পান করাবেন, যাতে সে জান্নাতে প্রবেশের আগ পর্যন্ত আর কষ্ট পাবে না। (সহিহ ইবনু খুজাইমা)

রমজানে গরিবের পাশে দাঁড়ানোর এক অনন্য উদাহরণ বুখারি শরিফের এই হাদিস–'একবার রমজান মাসে এক সাহাবি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমি নিজেকে ধ্বংস করে ফেলেছি, আমি রোজা অবস্থায় সহবাস করেছি। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে বলেন, তুমি একজন দাস মুক্ত করে দাও। তিনি বলেন, এমন সক্ষমতা আমার নেই। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, তবে এর বদলে দুই মাস (৬০ দিন) রোজা রাখো। লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসুল! এমন শারীরিক সক্ষমতা আমার নেই। তিনি বলেন, তবে তুমি ৬০ জন মিসকিনকে খাওয়াবে। লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসুল (সা.)! এ রকম আর্থিক সক্ষমতাও তো আমার নেই। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে অপেক্ষা করতে বলেন। কিছুক্ষণ পর কোনো একজন সাহাবি রাসুল (স.)-কে এক ঝুড়ি খেজুর হাদিয়া দিলেন। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) ওই লোকটিকে ডেকে বলেন, এগুলো নিয়ে গিয়ে গরিবদের মধ্যে সদকা করে দাও। লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসুল, এই এলাকায় আমার চেয়ে গরিব আর কে আছে? এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ (সা.) স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি হাসলেন, যাতে তাঁর দাঁত প্রকাশিত হলো। তিনি বলেন, আচ্ছা তবে খেজুরগুলো তুমিই তোমার পরিবার নিয়ে খাও।'

রোজা তাকওয়ার অনুশীলন করায়

ফেরদৌস

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং পরকালের শাস্তির ভয়ে যাবতীয় অসদাচরণ থেকে বিরত থাকা বা এ ব্যাপারে আত্মসংযম পালনেরই নাম তাকওয়া।

আল্লাহ-তায়ালা মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন। ন্যায় ও অন্যায় উভয় প্রকার ইচ্ছাই সে করতে পারে। তবে যদি অন্যায় করার সময় তার বিবেক তাকে বাধা দেয় এবং তাকে ন্যায় পথে পরিচালিত করে, তবে সেটাই হলো তার তাকওয়া। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে একজন লোক যদি অবৈধভাবে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির সকল সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর বিধিবহির্ভূত কাজ মনে করে তা থেকে বিরত থাকে, তবে তাকে তাকওয়া বলা হবে।

পবিত্র কোরআনে তাকওয়াকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে তাকওয়া থাকে, তাকে বলে মুত্তাকি। মুত্তাকির পরিচয় প্রসঙ্গে কোরআনে আছে, 'যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, নামাজ কায়েম করে ও তাদেরকে যে জীবিকা দান করেছি তার থেকে ব্যয় করে, এবং যারা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে ও যারা পরলোকে নিশ্চিত বিশ্বাসী।' (সুরা বাকারা, আয়াত: ৩-৪)

তাকওয়ার প্রতি উৎসাহিত করে আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা আল্লাহকে যথার্থ ভাবে ভয় করো এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে মোরো না।' (সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০২)

হজরত ইরবাজ ইবনে সারিয়া (রা.) বলেন, একদিন রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের নিয়ে নামাজ আদায় করলেন। এরপর আমাদের দিকে মুখ ফিরে বসলেন এবং আমাদের এক উপদেশ দিলেন। এতে আমাদের চোখ সিক্ত হলো এবং অন্তর বিগলিত হলো। এক লোক বলে উঠল, হে আল্লাহর রাসুল, মনে হয় এটি বিদায়ী উপদেশ। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতির উপদেশ দিচ্ছি এবং আমিরের (নেতার) কথা শুনতে ও তাঁর আনুগত্য করতে বলছি, যদিও তিনি হাবশি দাস হন।...' (আবু দাউদ, হাদিস: ৪,৬০৯; তিরমিজি, হাদিস: ২,৬৭৬; ইবনে মাজাহ, হাদিস: ৪২)

রোজা কেবলই আল্লাহর জন্য আর আল্লাহ নিজেই রোজার প্রতিদান দেবেন। রোজার মাধ্যমে তাকওয়ার সফল অনুশীলন হয়ে থাকে। সব ইবাদতেরই উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন করা। আল্লাহ বলেন, 'হে মানুষ, তোমরা উপাসনা করো তোমাদের সেই প্রতিপালকের, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা আত্মরক্ষা (মুত্তাকি) করতে পারো।' (সুরা বাকারা, আয়াত: ২১)

বিভিন্নভাবে রোজা পালনে তাকওয়ার অনুশীলন ও প্রশিক্ষণ হয়ে থাকে। প্রয়োজন শুধু সেই তাকওয়াকে ধরে রাখা আর সেই আলোকে জীবন পরিচালনা করা। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজসহ জীবনের সব শাখা-প্রশাখায় তাকওয়ার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করা। রোজা তাকওয়া অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। রমজান তাকওয়া অর্জনের অনুশীলন ও প্রশিক্ষণের মাস। আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের জন্য সিয়াম (রোজার) বিধান দেওয়া হলো, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদের দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা সাবধান (মুত্তাকি) হয়ে চলতে পারো।' (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৮৩)

রোজাদার সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পানাহার, পাপাচার থেকে বিরত থাকে। পৃথিবীর কোনো শক্তি ও ভয় নয়; সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহকে ভয় করে। আল্লাহর স্মরণ করে। রমজান মাসে রহমত ও জান্নাতের দরজা খোলা, জাহান্নাম বন্ধ থাকে। আল্লাহ ইবাদতের সওয়াব বাড়িয়ে দেন। নফলের সওয়াব ফরজের মতো আর ফরজের সওয়াব ৭০টি ফরজের সমান হয়ে যায়। এ মাসে আল্লাহ তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের মাত্রা বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ প্রতিদিন ইফতারের সময় অসংখ্য ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। আল্লাহর শাস্তির ভয় এবং রহমতের আশার মধ্য দিয়ে দিন-রাত কাটে নামাজ, দোয়া ও কান্নাকাটির মধ্য দিয়ে। রমজানের সওয়াব, বরকত ও রহমত পূর্ণভাবে পাওয়া যায়।

আবারও চোটে পড়ে কাঁদলেন থিবো কোর্তোয়া

আপনজন ডেস্ক: এবার চোট অন্য হাঁটুতে। যে হাঁটুটা এত দিন ভালো ছিল। কিন্তু ভাগ্য খারাপ হলে যা হয়, সেই ডান হাঁটুর মিনিসকাসেও চিড় ধরেছে!

গত মঙ্গলবার রিয়াল মাদ্রিদের অনুশীলনে এই চোট পান গোলকিপার থিবো কোর্তোয়া। ক্লাব তাঁর চোট নিশ্চিত করার পর বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, কয়েক সপ্তাহ কোর্তোয়াকে মাঠের বাইরে থাকতে হবে। অর্থাৎ রিয়ালের এই বেলজিয়ান তারকার মাঠে ফেরার অপেক্ষা আরও বাড়ল।

গত বছর আগস্টে বাঁ হাঁটুতে এসিএল (অ্যান্টেরিয়র ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট) চোট পেয়ে কয়েক মাস মাঠের বাইরে ছিলেন এই গোলকিপার। সেই চোট কাটিয়ে অনুশীলনে ফিরেছিলেন। তারপর অপেক্ষা ছিল রিয়ালে স্কোয়াডে ফেরার। কিন্তু কোর্তোয়ার দুর্ভাগ্য, ডান হাঁটুর মিনিসকাসে চিড় ধরায় মাঠে ফিরতে আরও অপেক্ষা করতে হবে। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম 'মার্কা' জানিয়েছে, চোট পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে রিয়ালের অনুশীলন গ্রাউন্ড ভালদেবেবাজ ছেড়ে যান কোর্তোয়া। এসিএল চোটের কারণে এই মৌসুমের পুরোটাই মাঠের বাইরে ছিলেন কোর্তোয়া। এবার মিনিসকাসে চিড় ধরায় কোর্তোয়াকে ঠিক কত দিন মাঠের বাইরে থাকতে হবে, সেটি এখনো নিশ্চিত করেনি রিয়াল।

স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম 'এএস' জানিয়েছে, প্রায় ৬-৭ সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাঁকে। এদিকে মৌসুম শেষ হতে বাকি আর প্রায় দুই মাস। অর্থাৎ এই মৌসুমে রিয়ালের হয়ে কোর্তোয়াকে মাঠে না দেখার সম্ভাবনাই বেশি–বার্তা সংস্থা এএফপি এ তথ্য জানিয়েছে। গত বছর ডিসেম্বরে বেলজিয়ান আউটলেট 'স্পোরজা'কে কোর্তোয়া নিজেই বলেছিলেন, 'চোটের কারণে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে আমার খেলার সুযোগ নেই। ভাগ্য ভালো হলে হয়তো মে মাসে আরেকটি ম্যাচ খেলতে পারি। কিন্তু এরপর বড় একটি টুর্নামেন্টের জন্য শতভাগ ফিট হয়ে ওঠা সম্ভব নয়।' ১৪ জুন জার্মানিতে শুরু হবে ইউরো।

কোর্তোয়ার নতুন এই চোট নিয়ে গতকাল রিয়ালের বিবৃতিতে বলা হয়, 'আজ (কাল) পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা গেছে, আমাদের খেলোয়াড় থিবো কোর্তোয়ার ডান হাঁটুর ভেতরে মিনিসকাসে চিড় ধরেছে।'

মাদ্রিদের ক্লাবটির জন্য কোর্তোয়ার চোট বেশ বড় আঘাত। আগামী ৯ এপ্রিল ও ১৭ এপ্রিল চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনালে ম্যানচেস্টার সিটির মুখোমুখি হবে রিয়াল। তাঁর আগে কোর্তোয়া ফিট হয়ে উঠলে সেটা হতো রিয়ালের জন্য স্বস্তির খবর। সে জন্য তাঁকে প্রস্তুত করে তোলার পথে ছিল রিয়াল। ক্লাবটির সংশ্লিষ্ট সূত্র স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম 'এএস'কে জানিয়েছেন, ৩১ মার্চ লা লিগায় অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে ম্যাচে কোর্তোয়াকে মাঠে ফেরানোর কথা ভেবেছিল রিয়াল।

কিন্তু কোর্তোয়া উল্টো আবারও চোট পেয়ে বসায় কোচ কার্লো আনচেলত্তির জন্য কাজটা একটু কঠিন হয়ে গেল। গত শুক্রবারই কার্লো আনচেলত্তি বলেছিলেন, তিনি কোর্তোয়া ও এদের মিলিতাওয়ের ফেরার অপেক্ষায় আছেন। গত আগস্টে ডিফেন্ডার মিলিতাও-ও এসিএল চোটে পড়েন। অভিজ্ঞ কেপা আরিসাবালাগা থাকা সত্ত্বেও গত কয়েক মাসে আনচেলত্তির মন জিতে রিয়ালের পোস্টের নিচে নিয়মিত দাঁড়াচ্ছেন ইউক্রেনের গোলকিপার আন্দ্রে লুনিন। চেলসিতে দুবার প্রিমিয়ার লিগ, এফএ কাপ ও লিগ কাপ জেতার পর ২০১৮ সালে রিয়ালে যোগ দেন কোর্তোয়া। ২০২২ চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালে লিভারপুলের বিপক্ষে রিয়ালের ১-০ গোলের জয়ে একাই ৯টি সেভ করেছিলেন তিনি। চোটের কারণে কোর্তোয়া এর আগেও একটি মৌসুমে পুরোপুরি মাঠে নামতে পারেননি। ১৭ বছর বয়সী কোর্তোয়া তখন বেলজিয়ান ক্লাব গেঙ্কে খেলতেন।

আইপিএলে আসছে 'স্মার্ট রিপ্লে' পদ্ধতি

আপনজন ডেস্ক: আইপিলের নতুন মৌসুমে আনা হচ্ছে স্মার্ট রিপ্লে পদ্ধতি। আম্পায়ারদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ আরও নিখুঁত এবং গতিশীল করে তুলতে এ পদ্ধতি চালু করতে যাচ্ছে বিসিসিআই। এর আগে ইংল্যান্ডের ১০০ বলের টুর্নামেন্ট 'দ্য হানড্রেড'-এ এমন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, এ পদ্ধতিতে টেলিভিশন আম্পায়ার হক-আই ক্যামেরার মাধ্যমে আরও বেশি ফুটেজ পাবেন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে। যেখানে থাকবে আরও বেশি অ্যাঙ্গেল থেকে 'স্প্লিট স্ক্রিন' বা একই সঙ্গে একাধিক স্ক্রিনে রিপ্লে দেখার সুযোগ।

নতুন পদ্ধতিতে টেলিভিশন আম্পায়ার সরাসরি হক-আই অপারেটরের ইনপুট নেবেন। তাঁরা বসবেনও একই রুমে। এর আগে টেলিভিশন আম্পায়ার ও হক-আই অপারেটরদের যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করতেন ব্রডকাস্টিংয়ের প্রধান বা টেলিভিশন ডিরেক্টর।

এমনিতে মাঠে একটি ম্যাচে সাধারণত আটটি হক-আই ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়। দুই প্রান্তে সোজা বাউন্ডারির সঙ্গে দুদিকের স্কয়ার লেগে দুটি করে ক্যামেরা থাকে। আইপিএলে গত মৌসুম পর্যন্ত হক-আই ক্যামেরা শুধু বল ট্র্যাকিং ও আল্ট্রা-এজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হতো। ফলে এলবিডব্লু, কট বিহাইন্ডের বাইরের সিদ্ধান্তগুলোতে ব্রডকাস্টাররা তাদের ক্যামেরার ফুটেজই টেলিভিশন আম্পায়ারকে সরবরাহ করতেন। এখন হক-আই ক্যামেরা স্প্লিট স্ক্রিন রিপ্লের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হবে। যেমন কোনো ফিল্ডার যদি শূন্যে লাফিয়ে ক্যাচ নেন, তাহলে ব্রডকাস্টাররা একাধিক স্ক্রিনে রিপ্লে দেখাতে পারতেন না। বল যে মুহূর্তে হাতে এসেছে, সেই সময়ে তাঁর পা বাউন্ডারি সীমানা স্পর্শ করেছে কি না–টেলিভিশন আম্পায়ার এখন আরও নিখুঁতভাবে একাধিক স্ক্রিনের সহায়তায় সেটি দেখতে পারবেন।

একইভাবে ওভারথ্রো থেকে আসা বাউন্ডারিতেও এটি সহায়তা করবে। ফিল্ডারের হাত থেকে বল বেরোনোর সময়ে দুই ব্যাটসম্যান যদি ক্রিজে একে অন্যকে অতিক্রম না করেন, তাহলে সে রানটি ওভারথ্রো থেকে আসা রানের সঙ্গে যোগ হয় না। ২০১৯ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালে মার্টিন গাপটিলের থ্রো বেন স্টোকসের ব্যাটে লেগে চার হওয়ার পর ইংল্যান্ড পেয়েছিল ৬ রান, যদিও এ নিয়ম অনুযায়ী হওয়ার কথা ৫ রান। স্মার্ট রিপ্লেতে এখন একাধিক স্ক্রিনে ফিল্ডার ও ক্রিজে ব্যাটসম্যানদের অবস্থান দেখতে পারবেন আইপিএলের আম্পায়াররা।

স্টাম্পিংয়ের আবেদনেও টেলিভিশন আম্পায়ার স্মার্ট রিভিউ পদ্ধতি ব্যবহার করবেন। প্রথমে টেলিভিশন আম্পায়ার হক-আই অপারেটরকে একাধিক স্ক্রিনের রিপ্লে দেখাতে বলবেন। বল ও ব্যাটের মধ্যে পরিষ্কার ফাঁক থাকলে তিনি সরাসরি স্টাম্পিং পরীক্ষা করবেন। সাধারণত এমন ক্ষেত্রে আগে কট-বিহাইন্ড পরীক্ষা করতে টেলিভিশন আম্পায়ার আল্ট্রা-এজেরও সহায়তা নেন। অবশ্য স্মার্ট রিভিউ পদ্ধতিতেও যদি বল ও ব্যাটের মধ্যে পরিষ্কার ফাঁক দেখা না গেলে আম্পায়ার আল্ট্রা-এজের সহায়তা নেবেন।

স্টাম্পিংয়ের রিভিউর ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসছে। টেলিভিশন আম্পায়ার তিনটি স্ক্রিনে রিপ্লে দেখতে পারবেন–ক্রিজের পাশে বসানো দুটি ক্যামেরার পাশাপাশি সামনে বসানো আরেকটি ক্যামেরার ফ্রেমে। এমনিতে ব্রডকাস্টাররা এ ক্ষেত্রে স্টাম্পে বসানো ক্যামেরার ফুটেজের সহায়তা নেন। সেসব ক্যামেরা সেকেন্ডে ৫০টি ফ্রেম ধারণ করতে পারে, সেখানে হক-আই ক্যামেরা ধারণ করে সেকেন্ডে প্রায় ৩০০টি ফ্রেম।

কোনো ক্যাচ পরিষ্কারভাবে নেওয়া হয়েছে কি না, সেটি নির্ধারণেও টেলিভিশন আম্পায়ার বাড়তি সুবিধা পাবেন। হক-আই সামনের এবং পাশের অ্যাঙ্গেল থেকে ফ্রেম দেখাবে। জুম করে দেখবেন কি না, সে সিদ্ধান্তও নেবেন টেলিভিশন আম্পায়ার। এলবিডব্লুর রিভিউতে সময় বাঁচানোর উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে হক-আই অপারেটর যদি বলেন, বল লেগ স্টাম্পের বাইরে পড়েছে, তাহলে বল ট্র্যাকিংয়ের দিকে যত দ্রুত সম্ভব নজর দেওয়া হবে। জানা গেছে, দর্শকদের সুবিধার জন্য টেলিভিশন আম্পায়ার ও হক-আই অপারেটরের কথোপকথন সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।

নতুন পদ্ধতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে স্থানীয় ও বিদেশি ১৫ জন আম্পায়ারের দুই দিনব্যাপী কর্মশালা মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২২ মার্চ চেন্নাই সুপার কিংস ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে আইপিএল। এবারের আইপিএলে একমাত্র বাংলাদেশি হিসেবে আছেন মোস্তাফিজুর রহমান, যিনি খেলবেন চেন্নাইয়ে।

এমবাপ্পে না হলান্ড–কে সেরা প্রশ্নে রিয়ালের খেলোয়াড়দের মাঝে বিতর্ক

আপনজন ডেস্ক: কে বেশি ভালো খেলোয়াড়–কিলিয়ান এমবাপ্পে নাকি আর্লিং হলান্ড। বিশ্বজোড়া ফুটবলপ্রেমীরা এমন আলোচনা আর তুলনা নিজেদের প্রিয় তারকাদের নিয়ে হরহামেশা করেন। এসব নিয়ে তর্ক-বিতর্কও কম হয় না। চায়ের কাপে নিয়মিতই ঝড় ওঠে। শুধু কি সাধারণ ভক্ত-সমর্থকেরাই এসব নিয়ে আলোচনা বা তর্ক-বিতর্কে মাতেন? রিয়াল মাদ্রিদের ভেতরকার একটি খবর শুনলে এর উত্তরটা পাওয়া যাবে। কিলিয়ান এমবাপ্পে নাকি আর্লিং হলান্ড–কে বেশি ভালো খেলোয়াড়, সম্প্রতি এ নিয়ে এক বিতর্কে মেতেছিলেন রিয়ালের তিন তারকা ফুটবলার জুড বেলিংহাম, এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা ও অরেলিয়াঁ চুয়ামেনি। পিএসজির ফরাসি তারকা এমবাপ্পের এ মৌসুম শেষেই রিয়াল মাদ্রিদে নাম লেখানোটা প্রায় নিশ্চিত। স্পেন ও ফ্রান্সের সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, সবকিছুই ঠিক হয়ে গেছে। মুক্ত খেলোয়াড় হিসেবে এমবাপ্পের রিয়ালের সঙ্গে চুক্তিতে স্বাক্ষর করাটাই শুধু বাকি আছে।

রিয়ালে এরই মধ্যে খেলছেন এমবাপ্পের ফ্রান্স দলের সতীর্থ ফারলাঁ মেন্দি, কামাভিঙ্গা ও চুয়ামেনি। তাঁরা নিশ্চিতভাবেই এমবাপ্পের পক্ষে কথা বলবেন। তাঁদের সঙ্গে তর্কে জড়ানো বেলিংহাম হয়তো ম্যানচেস্টার সিটির নরওয়েজিয়ান তারকা হলান্ডের পক্ষ নেবেন। কারণ, বরুসিয়া ডর্টমুন্ডে একটা সময় তাঁরা সতীর্থ ছিলেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সেন্সর করা এক ভিডিওতে রিয়ালের তিন খেলোয়াড়ের আলোচনা শুনে এটাই স্পষ্ট হয়েছে যে বেলিংহাম হলান্ডের পক্ষ নিয়েছেন আর কামাভিঙ্গা ও চুয়ামেনি বলেছেন এমবাপ্পের কথা।

হলান্ড সম্পর্কে বেলিংহাম প্রথমে বলেছেন, 'ভাই, সে অসাধারণ।' এর উত্তরে চুয়ামেনি এমবাপ্পের পক্ষে বলেন, 'সে অসাধারণ খেলোয়াড়।' এরপর বেলিংহামের জবাব ছিল এ রকম, 'সে (হলান্ড) অবিশ্বাস্য।' এবার চুয়ামেনির কথা, 'আমাদের এতে কিছু এসে যায় না!' কামাভিঙ্গা এগিয়ে এসে বলেন, 'ভাই, চুপ করো।' এ পর্যায়ে চুয়ামেনি আবারও বলেন, 'কিন্তু আমাদের কিছু আসে যায় না।'

বিতর্কের এ পর্যায়ে হাল না ছেড়ে বেলিংহাম আবার বলেন, 'কিন্তু সে তোমাদের ওর থেকে ভালো!' চুয়ামেনির প্রশ্ন, 'কে?' বেলিংহাম এখানে নামটি বলেছেন, কিন্তু সেই অংশটা সেন্সর করা হয়েছে। তবে বুঝতে কারও বাকি থাকার কথা নয় বেলিংহাম কার নাম বলেছেন। নিশ্চয়ই হলান্ড হবে, আর না হলে চুয়ামেনি বলতেন না, 'যথেষ্ট হয়েছে, দয়া করে চুপ করো...চুপ করো, চুপ করো, চুপ করো!'

নেটে বড় শট খেলে আইপিএলের প্রস্তুতি সেরে নিচ্ছেন মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের রোহিত শর্মা

'কিং নয়, আমাকে শুধু বিরাট বলেই ডাকুন'–ভক্তদের কাছে কোহলির অনুরোধ

আপনজন ডেস্ক: 'ব্যাঙ্গালোর' থেকে 'বেঙ্গালুরু' নামকরণ হয়েছে সেই কবে। তবে দক্ষিণ ভারতের শহরটির আইপিএল দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সের নামে এত দিন বহাল ছিল পুরোনো ব্যাঙ্গালোর নামটিই। মঙ্গলবার ঘটা করেই দলের নামের বানান পরিবর্তন করে বেঙ্গালুরু করেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। 'আরসিবি আনবক্স' নামের সেই অনুষ্ঠানে ২২ মার্চ থেকে শুরু ২০২৪ আইপিএলের বেঙ্গালুরু দলের নতুন জার্সিও উন্মোচনও করা হয়।

এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের সেই অনুষ্ঠানে ছিলেন বিরাট কোহলিসহ দলের প্রায় সব খেলোয়াড়ই। কখনোই আইপিএল না জেতা দলটিকে শুভকামনা জানাতে গ্যালারিতে উপস্থিত ছিলেন দলটির সমর্থকেরা। সেই অনুষ্ঠানেই কথা বলেছেন কোহলি। আরসিবির সাবেক অধিনায়ক সমর্থকদের একটি অনুরোধও করেছেন। তবে সেই অনুরোধ বেঙ্গালুরু–সমর্থকেরা মানবেন বলে মনে হয় না!

কোহলির নামের আগে 'কিং' বা রাজা শব্দটা ব্যবহার করেন তাঁর ভক্তরা। ভক্তদের আর দোষ কী, ২২ গজে কোহলি তো ব্যাট হাতেই রাজত্ব করেন। তবে কোহলি কাল আরসিবির অনুষ্ঠানে জানালেন 'কিং' শব্দটা শুনলে বিব্রত হন তিনি। ভক্তদের তাই অনুরোধ করেছেন তাঁর নামের আগে এই বিশেষণটা ব্যবহার না করতে। মঙ্গলবারের অনুষ্ঠানে মাত্রই মেয়েদের আইপিএল হিসেবে পরিচিত ডব্লুপিএলজয়ী রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর নারী দলকে সংবর্ধনা দেওয়া দেয়। এরপর অ্যালান ওয়াকার ও রঘু বিষ্ণয়ের গানের পর উন্মোচন করা হয় বেঙ্গালুরু নতুন নকশার জার্সি। দলের নামের বানান পরিবর্তনের ঘোষণার পর মাইক্রোফোনের সামনে আসেন কোহলি।

'কিংয়ের কেমন লাগছে?'–সঞ্চালকের এই প্রশ্নের উত্তরে 'আবারও ফিরতে পেরে ভালো লাগছে' বলার পরই থামতে হয় কোহলিকে। ভক্তদের উল্লাসই থামতে বাধ্য করে তাঁকে। হইচই একটু কমার পর কোহলি আবার শুরু করেন, 'আমাকে বলতে দিন। আমাদের কিন্তু আজ (মঙ্গলবার) রাতে চেন্নাইয়ে যেতে হবে। বিমান ভাড়া করা আছে, হাতে কিন্তু একদমই সময় নেই (হেসে)। সবার আগে আপনাদের আমাকে ওই নামে (কিং) ডাকা বন্ধ করতে হবে। আমি ফাফকে (ডু প্লেসি) বলেছি আপনারা যখন আমাকে ওই নামে ডাকেন, আমি বিব্রত হই, আমাকে শুধু বিরাটই ডাকুন।'

ভক্তরা কোহলির কথা শুনবেন কি না কে জানে। ভারতীয় কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকারও ভক্তদের তাঁকে 'ক্রিকেট গড' না বলার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। সেটিতে যে কাজ হয়নি, সেটি তো জানাই।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে কর্নার নেওয়ার 'টুল' বানিয়েছে গুগল

আপনজন ডেস্ক: কর্নার কিক নিতে সেরা কৌশলগুলো কি হতে পারে–এ বিষয়ে সার্চ ইঞ্জিন প্রতিষ্ঠান গুগল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি 'টুল' বানিয়েছে বলে জানিয়েছেন গবেষকেরা। এ টুল অনুমোদন করেছেন লিভারপুলের ফুটবল বিশ্লেষকেরা। লিভারপুলের কোনো খেলোয়াড় কিংবা অন্য কেউ এই টুলের পরামর্শ এখনো মাঠে ফলাননি। অর্থাৎ, কোনো মানুষ এখন পর্যন্ত এই টুল ব্যবহার করেননি। একজন বিশেষজ্ঞ দাবি করেছেন, এই টুলের কার্যকারিতা শুধু মাঠেই বোঝা যাবে। কর্নার কিক কীভাবে নেওয়া হবে–ম্যাচের আগেই এ নিয়ে পরিকল্পনা করে রাখে ক্লাবগুলো। বড় ক্লাবগুলো আরও এক কাঠি সরেস। বেশ আগে থেকেই তারা ভিডিও ফুটেজ এবং অন্যান্য তথ্য বিশ্লেষণ করে কর্নার কিক নেওয়ার পরিকল্পনা তৈরিতে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করেছে। গুগলের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কাজ করার সেকশনের নাম 'গুগল ডিপমাইন্ড'। এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি ব্যবহার করে কর্নার নিয়ে নিজেদের গবেষণাপত্র (ট্যাকটিকএআই সিস্টেম) জার্নাল নেচার কমিউনিকেশনসে প্রকাশ করেছে গুগল। আর এই 'টুল' ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল লিভারপুলের পাঁচ বিশেষজ্ঞকে। কর্নার থেকে গোল করা এবং গোল ঠেকানোর সময় খেলোয়াড়দের কোথায় কোথায় দাঁড় করাতে হবে–সে বিষয়ে কোচকে পরামর্শ দিতে পারে গুগলের এই ট্যাকটিকএআই সিস্টেম। ৫০টি আলাদা কর্নার সেটআপ করে বিশেষজ্ঞদের বলা হয়েছিল, পূর্বের কর্নার নেওয়ার পদ্ধতিগুলো এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির পরামর্শ থেকে সেরাটা বেছে নিতে। বিশেষজ্ঞরা ৫০টি আলাদা কর্নার সেটআপে জানতেন না কোনগুলো প্রচলিত পদ্ধতি এবং কোনগুলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে তৈরি করা। লিভারপুলের বিশ্লেষকেরা এর মধ্যে ৪৫ বারই ট্যাকটিকএআই পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন। অর্থাৎ, প্রায় ৯০ শতাংশ সময়ই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির পরামর্শ পছন্দ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। ছবিটি বানিয়েছে গুগল ডিপমাইন্ড। গুগল ডিপমাইন্ড সেকশনের গবেষক ও বিজ্ঞানী পিটার ভেলিচকোভিচ দাবি করেন, এই টুলই প্রথম 'এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট', যা 'সাহায্য এবং বাস্তব পরামর্শ দিতে সক্ষম'।

রোনালদোর পথে হেঁটে গারনাচো কি রিয়ালে?

আপনজন ডেস্ক: আলেহান্দ্রো গারনাচো কি তবে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পথে হাঁটবেন? সিদ্ধান্তটি তাঁর ব্যক্তিগত। তবে প্রশ্নটি উঠছে একটি কারণে। শুধু এতটুকু বললেই বিষয়টি কেউ কেউ আন্দাজ করে নিতে পারেন, রিয়াল মাদ্রিদ সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ গারনাচোর সঙ্গে দেখা করতে চান। দুইয়ে দুইয়ে নিশ্চয়ই চার মিলিয়ে নিয়েছেন!

ইউনাইটেডের খেলোয়াড়ের সঙ্গে পেরেজ তো আর এমনি এমনি দেখা করার পাত্র নন। গারনাচোকে যে তিনি দলে ভেড়াতে আগ্রহী, সেটি না বললেও চলে। সংবাদ মাধ্যমগুলোও সেটাই মনে করছে। আর এ প্রসঙ্গে কারও কারও মনে পড়তে পারে ২০০৯ সালের সেই সময়–জুনে ব্রাজিলিয়ান তারকা কাকাকে সই করানোর পর রিয়াল মাদ্রিদ সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ বলেছিলেন, 'ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে নিয়ে আসতে আমি যা যা সম্ভব, করব।'

পেরেজ কথা রেখেছিলেন এবং তারপর থেকে ২০১৮ পর্যন্ত রোনালদো রিয়ালে কী কী অর্জন করেছেন, তা সবারই জানা। গারনাচোর সঙ্গে পেরেজ দেখা করতে চান–স্প্যানিশ আউটলেট 'রিয়াল মাদ্রিদ এক্সক্লুসিভো' এমন দাবি করার পর ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমে চাউর হয়েছে, পেরেজ সেবার ইউনাইটেড থেকে নিয়েছিলেন ৭ নম্বর, এবার নিতে চান ১৭ নম্বর! ইউনাইটেডে ৭ নম্বর জার্সি পরে খেলতেন রোনালদো। আর্জেন্টাইন লেফট উইঙ্গার গারনাচো এখন ইউনাইটেডে ১৭ নম্বর জার্সি পরে খেলেন।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**